ছোটদের

ইসলামী জ্ঞান

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

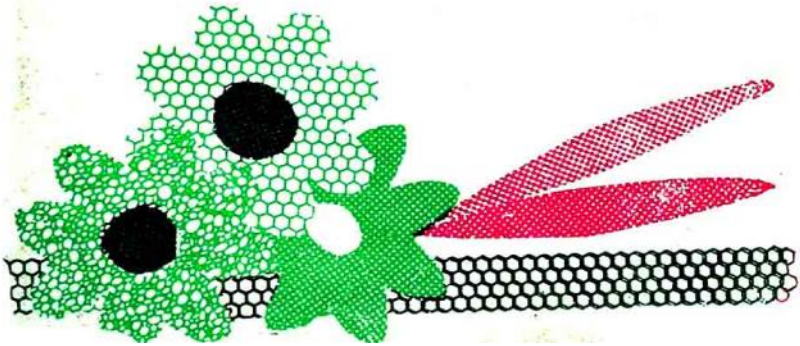

ছোটদের

ইসলামী জ্ঞান

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

ছোটদের ইসলামী জ্ঞান

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১১৪৮/১

ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.০৭

প্রথম সংস্করণ
মে ১৯৮২
নবম সংস্করণ
ডিসেম্বর ১৯৯৬
পৌষ ১৪০৩
শাবান ১৪১৭

প্রকাশক
আবদুল কুদ্দুস
পরিচালক, সমন্বয় বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশনা সহযোগী
মোঃ সাহাব উদ্দিন খান
মোঃ জয়নুল আবদিন
মোহাম্মদ মোকসেদ
মুহাম্মদ আজাদ আলী
নূরুল আলম মণি
মোঃ আবদুল হালিম
মনোয়ারা আক্তার
কোহিনূর আক্তার

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

[ইসলামী জ্ঞান প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য]

প্রধান সম্পাদক
মোঃ মোরশেদ হোসেন

সম্পাদক
আবদুল কুদ্দুস

নবম সংস্করণের সম্পাদনা পরিষদ
আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম
নুরুল ইসলাম মানিক

মহাপরিচালকের কথা

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানার্জনের সময়কাল। শৈশবকাল থেকেই শিশুদেরকে জ্ঞানার্জনে উৎসাহী করতে এবং জ্ঞানের পথে পরিচালিত করতে ইসলাম তাকিদ দিয়েছে। জ্ঞানের কোন শেষ নেই। জ্ঞান অর্জনে বিমুখ মানুষ মানবিক মূল্যবোধ থেকে বঞ্চিত হয়। জ্ঞানার্জনের বিভিন্ন পন্থা রয়েছে এবং অর্জিত জ্ঞানের পরিধি নির্ণয়ের জন্য রয়েছে পরীক্ষার ব্যবস্থা। প্রতিযোগিতাও এক ধরনের পরীক্ষা।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ শিশু-কিশোরদের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান চর্চার ব্যাপক প্রসারের লক্ষ্যে প্রতি বছর ইসলামী জ্ঞান প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে। থানা পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বেশির ভাগ শিশু-কিশোর যাতে অংশ নিতে পারে সেজন্য ইসলামী জ্ঞানার্জনে সহায়ক হিসাবে এই পুস্তিকাটি প্রকাশ করা হয়েছে। আমরা আশা করি, অভিভাবকগণ ও শিক্ষকবৃন্দ ব্যাপক সংখ্যক শিশু-কিশোরদের এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণে অনুপ্রাণিত করবেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সত্যকে জানবার ও অন্যকে জানাবার তাওফীক দিন। আমীন! ইয়া রাব্বাল 'আলামীন!

মোঃ মোরশেদ হোসেন
অতিরিক্ত সচিব
ও
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ জাতীয় শিশু-কিশোর প্রতিযোগিতায় ইসলামী জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করে শিশু-কিশোরদের মধ্যে প্রতিভা বিকাশের একটি সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে।

এ পুস্তিকায় এমন কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা শিশু-কিশোরদের জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই পুস্তিকা পাঠ করে আমাদের শিশু-কিশোররা ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবে এবং তাদের মনে জানার আগ্রহ জেগে উঠবে, তারা আরো জানার আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসবে-এ উদ্দেশ্যেকে সামনে রেখেই এ পুস্তিকাটি প্রকাশ করা হয়েছে।

পুস্তিকাটির নবম সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আশা করি এ ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি আমাদের শিশু-কিশোরদের ইসলামী জ্ঞান অর্জনে সহায়ক হবে এবং তাদেরকে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ আয়োজিত জ্ঞান প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবে। আল্লাহ্ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

আবদুল কুদ্দুস
পরিচালক
সমন্বয় বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামী জ্ঞান প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী

এক. যে কোন স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে।

দুই. প্রতিযোগিতা তিনটি গ্রুপে অনুষ্ঠিত হবে ঃ

'ক' গ্রুপ ঃ ১২ বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী ;

'খ' গ্রুপ (ছাত্র) ঃ ১৩ বছর থেকে ১৬ বছর বয়সের ছাত্র।

'খ' গ্রুপ (ছাত্রী) ঃ ১৩ থেকে ১৬ বছর বয়সের ছাত্রী।

তিন. প্রত্যেক গ্রুপে জেলা পর্যায়ের ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারকারী বিজয়ীরা বিভাগীয় পর্যায়ে এবং বিভাগীয় পর্যায়ের অনুরূপ বিজয়ীরা জাতীয় পর্যায়ে অংশ গ্রহণ করতে পারবে।

চার. প্রতিযোগীদের সুবিধার্থে 'ছোটদের ইসলামী জ্ঞান' শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ করা হ'ল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের মাধ্যমে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয়/জেলা কার্যালয়ে আবেদন করলে এ পুস্তিকা সরবরাহ করা হবে।

পাঁচ. উভয় গ্রুপে সকল পর্যায়ের প্রশ্নপত্রে পূর্ণ মান থাকবে ১০০ নম্বর। জেলা পর্যায়ে প্রশ্নের পূর্ণ ভিত্তি হবে এই পুস্তিকা। বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে ৭৫ নম্বর এই পুস্তিকাভিত্তিক। ২৫ নম্বর পুস্তিকা বহির্ভূত ইসলাম ও মুসলিম জাহান সম্পর্কে।

ছয়. পরীক্ষা হবে লিখিত। প্রতিযোগীদের কাগজ-কলম সংগে আনতে হবে।

সাত. প্রতিযোগিতার ফলাফলের ব্যাপারে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

আট. প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিকটস্থ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর বিভাগ ও জেলা কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে হবে।

বাংলাদেশ

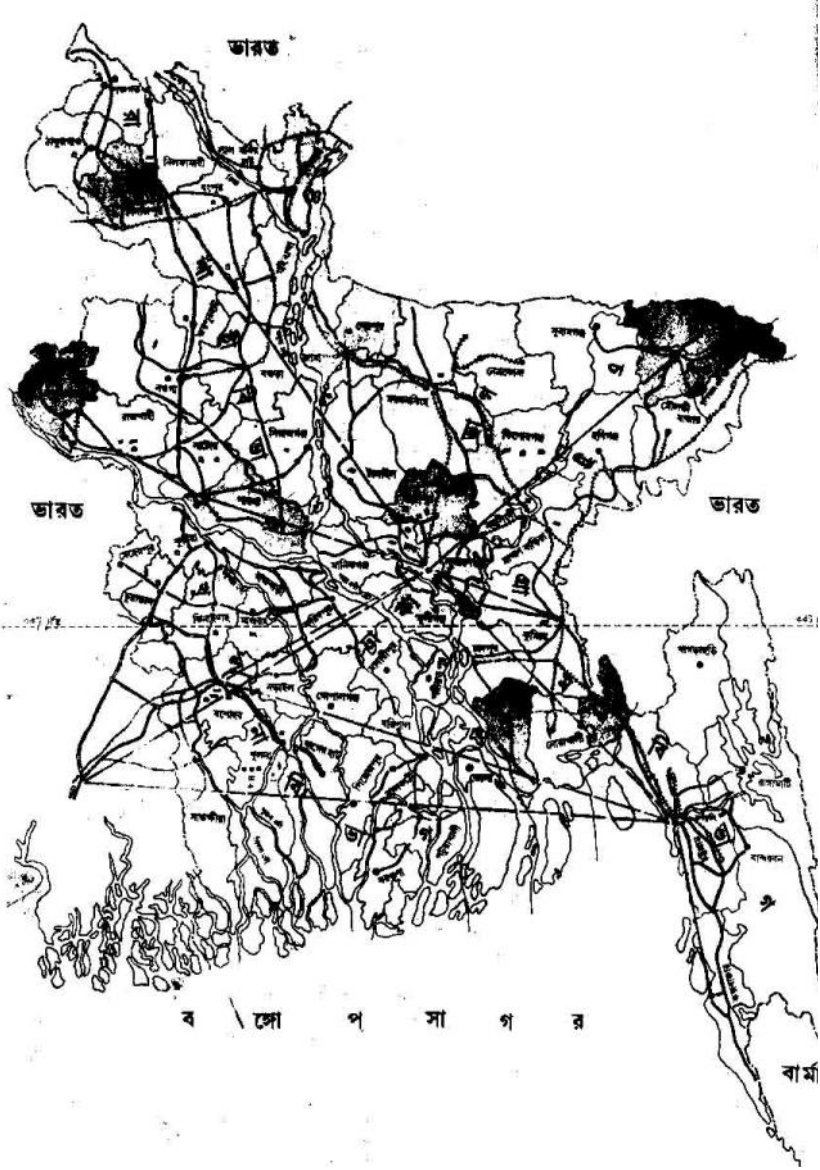

অধ্যায়

এক

গ্রুপ-ক

১২ বছর বয়স পর্যন্ত

ছাত্র-ছাত্রী

অনুশীলনী ঃ এক

১. প্রঃ মুসলমান কাকে বলে?
উঃ যে পুরোপুরিভাবে আল্লাহ্ ও রাসূলের হুকুম মেনে চলে, তাকে মুসলমান বলে।

২. প্রঃ আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক মনোনীত দ্বীনের নাম কি?
উঃ ইসলাম।

৩. প্রঃ ইসলাম শব্দের অর্থ কি?
উঃ ইসলাম শব্দের অর্থ আনুগত্য বা আত্মসমর্পণ।

৪. প্রঃ তাওহীদ বলতে কি বোঝায়?
উঃ আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ আমাদের রব বা প্রভু। তিনি আমাদের মালিক বা সৃষ্টিকর্তা। তিনি আমাদের সব ধরনের প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এসব গুণসহ আল্লাহ্কে এক বলে বিশ্বাস করার নাম তাওহীদ।

প্রঃ আল্লাহ্ কি কি সৃষ্টি করেছেন?
উঃ আল্লাহ্ তা'আলাই একমাত্র খালিক এবং মালিক। জগতের সব কিছুরই তিনি স্রষ্টা। তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। আসমানসমূহ ও পৃথিবী তিনি সৃষ্টি করেছেন। জিন, ইনসান, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, পাহাড়-পর্বত, সাগর-নদী, গাছ-পালা, চাঁদ, তারা, সূর্য, অণু-পরমাণু, সব কিছুই তিনি সৃষ্টি করেছেন।

৬. প্রঃ আল্লাহ্ যা যা সৃষ্টি করেছেন তার সবকিছুই কি আমরা খালি চোখে দেখতে পাই?
উঃ না। আল্লাহ্র এমন অনেক সৃষ্টি আছে যা আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না। এই দুনিয়ায় অনেক অণু-

পরমাণু, জীবাণু আছে যা খালি চোখে দেখা যায় না। দূরে-বহু দূরে অনেক তারা এবং গ্রহ-উপগ্রহ আছে, যা আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না। তাছাড়া আল্লাহ্ জিন ও ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকেও আমরা দেখতে পাই না।

৭. প্র ঃ আল্লাহ্ সম্পর্কে তুমি আর কি কি জান?

উঃ আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি সব জায়গায় আছেন এবং সব কিছু দেখেন ও সবকিছু জানেন। মনের সকল কথা এবং গোপন সব ইচ্ছাও তিনি জানেন।

৮. প্রঃ আমরা কি কাজ করলে আল্লাহ্ খুশী হন?

উঃ আল্লাহ্ চান, আমরা তাঁর হুকুম মত চলি। আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে যেন মা'বুদ হিসাবে না মানি, তাঁর ইবাদত করি। আমরা যেন ভাল কাজ করি এবং খারাপ কাজ না করি। যারা আল্লাহ্র হুকুম মত চলে, রসূল (সা)-এর আদর্শ মেনে কাজ করে আল্লাহ্ তাদের উপর খুশী হন।

৯. প্রঃ আব্বা ও আম্মার হুকুম মানা সম্পর্কে আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশ কি?

উঃ কুরআনে আল্লাহ্র হুকুম হলো, আব্বা-আম্মার সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে হবে। সব সময় তাঁদের আদেশ-উপদেশ মানতে হবে। এমন কোন কথা ও কাজ করা যাবে না, যাতে তাঁদের মনে কষ্ট লাগে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের জান্নাত। তিনি আরো বলেন, যে ছেলেমেয়ের উপর তার আব্বা-আম্মা সন্তুষ্ট, আল্লাহ্ও সেই ছেলেমেয়ের উপর সন্তুষ্ট।

আর যার উপর তার আব্বা-আম্মা অসন্তুষ্ট, আল্লাহ্ তার উপর অসন্তুষ্ট।

১০. প্রঃ আল্লাহ্ কি চান, তা আমরা কিভাবে জানতে পারি?

উঃ কোন্ কোন্ কাজ করা মানুষের উচিত এবং কোন্ কোন্ কাজ করা উচিত নয়-এ সবকিছু আল্লাহ্ তাঁর নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। কুরআন শরীফ আল্লাহ্র পবিত্র কালাম। এই কুরআন শরীফ পাঠ করে অতি সহজেই আল্লাহ্ কি চান তা আমরা জানতে পারি।

১১. প্রঃ কি কি বিষয়ে ঈমান আনলে অর্থাৎ বিশ্বাস করলে একজন মানুষ মু'মিন হতে পারে?

উঃ ১. আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস,
২. আল্লাহ্র ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাস,
৩. আল্লাহ্র কিতাবের উপর বিশ্বাস,
৪. আল্লাহ্র নবীদের উপর বিশ্বাস,
৫. শেষ বিচার দিনের উপর বিশ্বাস,
৬. তাকদীরের উপর বিশ্বাস,
৭. মৃত্যুর পরের জীবনের উপর বিশ্বাস।

১২. প্রঃ ইসলামের মূল ভিত্তি বা রুকন কয়টি ও কি কি?

উঃ ইসলামের মূল ভিত্তি বা রুকন পাঁচটি। সেগুলো হচ্ছেঃ
১. কালেমা,
২. নামায,
৩. যাকাত,
৪. রোযা এবং
৫. হজ্জ।

অনুশীলনী ঃ দুই

১. প্রঃ শিরক্ বলতে কি বোঝায়?

উঃ শিরক্ অর্থ আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা, কাউকে আল্লাহ্‌র সমতুল্য বিবেচনা করা কিংবা একের অধিক আরও আল্লাহ আছেন বলে মনে করা। এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারেন বা লালন-পালন করেন—এরূপ বিশ্বাস করাও শিরক্। এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো সিজদা বা ইবাদত করা, অন্য কোন কিছুর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করাও শিরক্।

২. প্রঃ নিফাক বলতে কি বোঝায়?

উঃ নিফাকের অর্থ কপটতা ও ভণ্ডামী। সামাজিক সুযোগ-সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে ঈমানদার দাবি করা অথচ মনে মনে আল্লাহ্ তা'আলার বিরোধিতা করাকে নিফাক বলা হয়। এরূপ চরিত্রের লোককে বলা হয় মুনাফিক। নিফাক গুরুতর পাপ বা কবীরা গুনাহ্।

৩. প্রঃ পাপ বা গুনাহ্ বলতে কি বোঝায়?

উঃ আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করে কোন কাজ করাকে পাপ বা গুনাহ্ বলে। গুনাহ্ করলে আল্লাহ্ কঠোর সাজা দেন। একমাত্র আল্লাহ্‌ই গুনাহ্ মাফ করতে পারেন।

৪. প্রঃ আল্লাহ্ আমাদেরকে কিভাবে ভাল কাজে সাহায্য করেন?

উঃ কোন্‌টি ভাল ও কোন্‌টি মন্দ তা বুঝবার জন্য একদিকে আল্লাহ্ আমাদেরকে জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন, অন্যদিকে নবী-রাসূল ও কিতাব পাঠিয়েছেন। ভাল কাজ ও ভাল পথ কোন্‌টি তা

দেখিয়ে দিয়েছেন। কেউ যদি ভাল কাজ করতে চায় তবে তার কাছে কোন্‌টি ভাল কোন্‌টি মন্দ, তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। এ ভাবেই আল্লাহ্‌ আমাদেরকে ভাল কাজে সাহায্য করেন।

৫. প্রঃ কুফর বলতে কি বোঝায়?

উঃ 'কুফর' আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ ঢেকে রাখা, গোপন করা, অবিশ্বাস করা ও অকৃতজ্ঞ হওয়া। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করাকে কুফর বলে। ইসলামের মূল বিষয়সমূহকে অবিশ্বাস করাও কুফর। কুফর ঈমানের বিপরীত।

অনুশীলনী ঃ তিন

১. প্রঃ অযুর ফরয কয়টি ও কি কি ?

উঃ অযুর ফরয ৪টি ঃ ১. মুখমণ্ডল ধৌত করা, ২. কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধৌত করা, ৩. মাথা মাসেহ করা এবং ৪. টাখনু বা গিট পর্যন্ত দুই পা ধৌত করা।

২. প্রঃ তায়াম্মুম কেন করতে হয়? তায়াম্মুমের ফরয কয়টি ও কি কি?

উঃ কোথাও পানি পাওয়া না গেলে অথবা অসুস্থতার কারণে ডাক্তার পানি গায়ে লাগাতে নিষেধ করলে অযুর বদলে তায়াম্মুম করতে হয়। তায়াম্মুমের ফরয তিনটি। যথাঃ ১. নিয়ত করা, ২. সমস্ত মুখ মাসেহ করা ৩. কনুই পর্যন্ত দুই হাত মাসেহ করা।

৩. প্রঃ সালাতের ফরয কয়টি ও কি কি?

উঃ সালাতের ফরয ১৩টি। বাইরে ৬টি, যথাঃ ১. শরীর পাক হওয়া, ২. কাপড় পাক হওয়া, ৩. সালাতের জায়গা পাক হওয়া, ৪. সতর ঢাকা, ৫. কা'বার দিকে মুখ করে দাঁড়ানো, ৬. সালাতের নিয়ত করা।

ভিতরে ৭টি যথাঃ ১. তাকবীরে তাহরীমা বলা ('আল্লাহু আকবার' বলে নামায শুরু করা), ২. দাঁড়িয়ে নামায পড়া, ৩. কুরআনের কোন সূরা বা আয়াত পড়া, ৪. রুকু করা, ৫. সিজদা করা, ৬. শেষ বসা (তাশাহুদ পড়ার সময় পর্যন্ত বসা) এবং ৭. কোন কাজের মাধ্যমে সালাত শেষ করা অর্থাৎ সালাম ফিরানো।

৪. প্রঃ সফর বা ভ্রমণকালীন সালাতকে কি বলে?

উঃ সালাতুল কসর বা কসরের নামায।

৫. প্রঃ গোসলের ফরয কয়টি ও কি কি?

উঃ গোসলের ফরয ৩টি। যথাঃ ১. গড়গড়ার সাথে কুলি করা, ২. নাকের ভিতর পানি দেয়া, ৩. সমস্ত শরীর ভালো করে ধৌত করা।

৬. প্রঃ সালাতের পাঁচটি ওয়াক্তের নাম কি ও কোন ওয়াক্তে কত রাকা'আত সালাত ফরয?

উঃ ১. ফজর ঃ ফজরের ফরয ২ রাক'আত।

২. জোহর ঃ জোহরের ফরয ৪ রাক'আত।

৩. আসর ঃ আসরের ফরয ৪ রাক'আত।

৪. মাগরিব ঃ মাগরিবের ফরয ৩ রাক'আত।

৫. ইশা ঃ ইশার ফরয ৪ রাক'আত।

৭. প্রঃ কখন থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়?

উঃ নবুওয়াতের দশম বছর, যখন প্রিয় নবী (সা.) মি'রাজে গমন করেছিলেন তখন থেকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হয়।

অনুশীলনী ঃ চার

১. প্রঃ নবী ও রাসূল বলতে কি বোঝায়?

উঃ আল্লাহ্ যে কাজ পসন্দ করেন, আল্লাহ্ যে কথা ভালবাসেন, আমরা সেই কাজ করবো, সেই কথা বলব ; যা আল্লাহ্র পসন্দ নয়, তা থেকে দূরে থাকব--এই বিষয়ে আল্লাহ্র হুকুম যাঁরা আমাদের শোনালেন, তাঁরাই নবী ও রাসূল।

২. প্রঃ দুনিয়ায় কতজন নবী ও রাসূল এসেছেন?

উঃ আল্লাহ্ অনেক নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁদের সংখ্যা এক লাখ চব্বিশ হাজার, কারো কারো মতে দুই লাখ চব্বিশ হাজার।

৩. প্রঃ সর্বশেষ নবী কে?

উঃ সর্বশেষ নবী হলেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না। তিনি নবী ও রাসূলগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাই তাঁকে সাইয়েদুল মুরসালীন বা রাসূলগণের সর্দার এবং খাতামুন্নাবিয়্যীন বা সর্বশেষ নবী বলা হয়। আমরা তাঁর উম্মত।

৪. প্রঃ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম কখন, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উঃ ৫৭০ খৃষ্টাব্দের ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার তিনি আরব দেশের মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করে।

৫. প্রঃ মহানবী (সা)–এর পিতা ও মাতার নাম কি?
উঃ মহানবী (সা)–এর পিতার নাম 'আবদুল্লাহ এবং মাতার নাম আমিনা।

৬. প্রঃ রাসূল (সা)–কে 'আল–আমীন' বলে ডাকা হতো কেন?
উঃ 'আল–আমীন' অর্থ হচ্ছে বিশ্বস্ত। আমাদের নবী (সা)–কে আল–আমীন বলে ডাকা হতো এ জন্য যে, তাঁর স্বভাব এবং চালচলন ছিল খুব ভাল। তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলতেন না। তিনি ছিলেন খুব বিশ্বাসী। তাঁর কাছে কেউ কোন জিনিস বা টাকা–পয়সা রাখতে দিলে তা' তিনি যত্ন করে রাখতেন এবং ঠিকমত ফেরত দিতেন। এসব কারণে তাঁকে 'আল–আমীন' বলে ডাকা হতো।

৭. প্রঃ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম কত বছর বয়সে কোন্ স্থানে প্রথম আল্লাহ্‌র বাণী বা 'ওহী' লাভ করেন?
উঃ মহানবী (সা) চল্লিশ বছর বয়সে হেরা গুহায় প্রথম ওহী লাভ করেন।

৮. প্রঃ মহানবী (সা)–এর উপর নাযিল হওয়া আল্লাহ্‌র বাণীর প্রথম আয়াতের প্রথম শব্দটি কি?
উঃ প্রথম শব্দটি ছিল 'ইকরা', যার অর্থ–'পাঠ কর'।

৯. প্রঃ কুরআন শরীফে মোট কয়টি সূরা আছে? প্রথম ও শেষ সূরার নাম কি?
উঃ কুরআন শরীফে মোট ১১৪টি সূরা আছে। প্রথম সূরার নাম সূরা 'আল–ফাতিহা' এবং শেষ সূরার নাম সূরা 'নাস।'

১০. প্রঃ নবুওয়তের প্রথম পর্যায়ে কেন মক্কার অধিকাংশ লোক হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করেছিল?

উঃ সে সময় মক্কাবাসীরা মূর্তিপূজাসহ অনেক খারাপ কাজ করতো, যেমন–জুয়া খেলা, মদ খাওয়া, হত্যা, মারামারি ইত্যাদি। এমনকি তারা কন্যা সন্তানকে জীবিত কবর দিত। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এসব খারাপ কাজ করতে মানা করতেন। তিনি বলতেন, আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি বলতেন, একমাত্র আল্লাহ্‌র হুকুমমত চলা উচিত। মক্কাবাসীরা তাদের বাপ–দাদার নিয়ম কানুন ছাড়তে চাইত না, তাই তারা তাঁর কথা শুনত না বরং তাঁর বিরোধিতা করত।

১১. প্রঃ মক্কাবাসীরা রসূল (সা) ও তাঁর সাথীদের সাথে কি রকম ব্যবহার করত?

উঃ মক্কাবাসীরা রাসূল (সা) এবং তাঁর সাথীগণকে কষ্ট দিত, ঠাট্টা–বিদ্রূপ করত, অনেকের উপর দৈহিক নির্যাতন ও নানারকম জুলুম করত।

১২. প্রঃ এ সব অত্যাচারে রাসূল (সা) ও তাঁর সাথীরা কি করতেন?

উঃ অত্যাচারের পরও রাসূল (সা) ও তাঁর সাথীরা ধৈর্যের সাথে আল্লাহ্‌র হুকুম মত চলতে থাকেন। এর ফলে দিন দিন আরও লোক মুসলমান হতে থাকে। কিন্তু যখন অত্যাচার বাড়তেই থাকল এবং মক্কাবাসীরা রাসূল (সা)–কে হত্যা করার চেষ্টা করল, তখন তিনি আল্লাহ্‌র হুকুমে তাঁর সাথিগণকে নিয়ে মদীনায় চলে গেলেন।

১৩. প্রঃ রসূলুল্লাহ (সা)-এর এই মক্কা থেকে মদীনায় যাওয়াকে কি বলা হয়?

উঃ হিজরত বলা হয়।

১৪. প্রঃ হিজরী সনের গণনা কখন থেকে করা হয়?

উঃ প্রিয় নবী (সা)-এর হিজরতের বছর অর্থাৎ ৬২২ খৃষ্টাব্দ থেকে হিজরী সনের গণনা শুরু করা হয়।

১৫. প্রঃ কোন খলীফার দ্বারা হিজরী সন প্রবর্তিত হয়?

উঃ ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা)-এর দ্বারা হিজরী সন প্রবর্তিত হয়।

১৬, প্রঃ হিজরী সনের বারটি মাসের নাম কি?

উঃ ১. মুহররম, ২. সফর, ৩. রবিউল আউয়াল, ৪. রবিউছছানী, ৫. জমাদিউল আউয়াল, ৬. জমাদিউছ ছানি, ৭. রজব, ৮. শাবান, ৯. রমযান, ১০. শাওয়াল, ১১. জিলকদ ও ১২. যিলহজ্জ।

১৭. প্রঃ রাসূল (সা) কত বছর বয়সে কোথায় ইন্তিকাল করেন?

উঃ রাসূল (সা) ৬৩ বছর বয়সে মদীনা শরীফে ইন্তিকাল করেন।

১৮. প্রঃ রাসূল (সা)-এর পাঁচটি গুণের উল্লেখ কর।

উঃ ১. এক আল্লাহতে তাঁর অবিচল বিশ্বাস ছিল।

২. রাসূল (সা) সত্যবাদী ছিলেন। তিনি ওয়াদা পালন করতেন।

৩. তিনি সকলকে ভালবাসতেন এবং ভাল কাজে সাহায্য করতেন।

৪. তিনি মিষ্টভাষী ও ধৈর্যশীল ছিলেন।

৫. তিনি সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতেন।

১৯. প্রঃ কোন নবীর নামের শেষে (আ), মহানবীর নামের শেষে (সা), সাহাবীর নামের শেষে (রা), ওলী আল্লাহ্‌র নামের শেষে (র) লেখা হয়। এইসব দ্বারা কি বোঝায়?

উঃ (আ)-তে আলায়হিস্ সালাম, অর্থাৎ-তাঁর উপর সান্তি বর্ষিত হোক, (সা)-তে 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম, অর্থাৎ-তাঁর উপর আলাহ্‌র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক, (রা)-তে রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু, অর্থাৎ-আল্লাহ্ তাঁর প্রতি প্রসন্ন হোন এবং (র)-তে রহমাতুল্লাহি আলায়হি, অর্থাৎ-তাঁর উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক।

২০। প্রঃ কোন মহিলা সাহাবীর নামের শেষে (রা) দ্বারা কি বোঝায়?

উঃ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহা।

অনুশীলনী ঃ পাঁচ

১. প্রঃ কত খৃষ্টাব্দে কুরআন প্রথম নাযিল হয়?

উঃ ৬১০ খৃষ্টাব্দে।

২. প্রঃ প্রথম ও শেষ নবীর নাম কি?

উঃ হযরত আদম (আ) প্রথম এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) শেষ নবী।

৩. প্রঃ মক্কা থেকে হিজরত করে যাঁরা মদীনায় গেলেন, তাঁদেরকে কি বলা হয়?

উঃ মুহাজির।

৪. প্রঃ মদীনাবাসী যে মুসলমানগণ হিজরতকারীদের আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাঁদেরকে কি বলা হয়?

উঃ আনসার।

৫. প্রঃ পৃথিবীর প্রথম ইবাদতগাহ্ কোনটি?
উঃ মক্কায় অবস্থিত কা'বা শরীফ।

৬. প্রঃ প্রথম মুয়াজ্জিনের নাম কি?
উঃ হযরত বিলাল (রা)।

৭. প্রঃ মিম্বার কাকে বলে?
উঃ ইমাম সাহেব মসজিদে যার উপর দাঁড়িয়ে খুতবা দেন।

৮. প্রঃ মিহরাব কাকে বলে?
উঃ মসজিদে ইমাম সাহেবের দাঁড়ানোর জায়গার সামনের বাড়তি অংশটিকে মিহরাব বলে।

৯. প্রঃ মিনার কাকে বলে?
উঃ মসজিদে আযান দিবার জন্য যে স্থান তৈয়ার করা হয় এই স্থানকে মিনার বলে।

১০. প্রঃ যমযম কি?
উঃ কা'বার চত্বরে অবস্থিত একটি কূপের নাম।

১১. প্রঃ কুরআনের সবচেয়ে ছোট সূরার নাম কি?
উঃ আল-কাওসার।

১২. প্রঃ কুরআনের সবচেয়ে বড় সূরার নাম কি?
উঃ আল-বাকারা।

১৩. প্রঃ ইসলামের প্রথম চারজন খলীফার নাম কি? এঁদেরকে সম্মিলিতভাবে কি নামে অভিহিত করা হয়?
উঃ ১. হযরত আবূ বকর (রা), ২. হযরত উমর (রা), ৩. হযরত উসমান (রা), ৪. হযরত আলী (রা)। এঁদেরকে 'খুলাফায়ে রাশেদীন' বলা হয়।

১৪. প্রঃ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) মক্কার বাইরে প্রথমে কোন দেশ সফর করেন?

উঃ সিরিয়া।

১৫. প্রঃ হিজরতের পূর্বে মদীনার নাম কি ছিল?
উঃ ইয়াস্‌রিব।

১৬. প্রঃ সর্বপ্রথম ইসলাম কে গ্রহণ করেন?
উঃ হযরত খাদীজা (রা)।

১৭. প্রঃ ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম কিশোরের নাম কি?
উঃ হযরত আলী (রা)।

১৮. প্রঃ ইসলামের প্রথম শহীদের নাম কি ?
উঃ হযরত সুমাইয়া (রা)।

১৯. প্রঃ প্রধান চারখানা আসমানী কিতাবের নাম লিখ।
উঃ তওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও কুরআন।

২০. প্রঃ সিন্ধু বিজয়ী মুসলিম বীরের নাম কি?
উঃ মুহাম্মদ ইবন কাসিম।

২১. প্রঃ বঙ্গবিজয়ী মুসলিম বীরের নাম কি?
উঃ ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন বখতিয়ার খিলজী।

২২. প্রঃ ঢাকা ও চট্টগ্রাম-এর পূর্ব না কি ছিল?
উঃ ঢাকার পূর্ব নাম ছিল জাহাঙ্গীরনগর এবং চট্টগ্রামের পূর্ব নাম ছিল ইসলামাবাদ।

২৩. প্রঃ 'বিশ্বনবী' গ্রন্থের লেখক কে?
উঃ গোলাম মোস্তফা।

২৪. প্রঃ কোন মুসলমান ভ্রমণকারী মধ্যযুগে বাংলাদেশে আসেন?
উঃ চতুর্দশ শতাব্দীর বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা। তিনি মরক্কোর অধিবাসী ছিলেন। তিনি সুদীর্ঘ ২২ বছর একটানা উত্তর আফ্রিকা, তুরস্ক, বাংলাদেশ, চীন,

জাভা প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। তাঁর ভ্রমণ কাহিনী তথ্যবহুল।

২৫. প্রঃ বাঁশের কেল্লা গড়ে কে যুদ্ধ করেছিলেন?
উঃ সায়্যিদ নিসার আলী তিতুমীর।

২৬. প্রঃ কার নেতৃত্বে সিলেটে ইসলামের বিজয় অভিযান সফল হয়েছিল?
উঃ হযরত শাহজালাল (র)-এর নেতৃত্বে।

অনুশীলনী ঃ ছয়

নিজে নিজে শেখ ও জান

১. সূরা ফাতিহার বাংলা অর্থ ।
২. কালেমা তাইয়্যেবা ও কালমা শাহাদাত মুখস্থ কর এবং অর্থ জেনে নাও।
৩. আযানের বাক্যগুলো মুখস্থ করো এবং অর্থ জেনে নাও।
৪. বাংলা অর্থসহ একটি আরবী মুনাজাত মুখস্থ করো।
৫. সালাম ও সালামের জবাব অর্থসহ জেনে নাও।

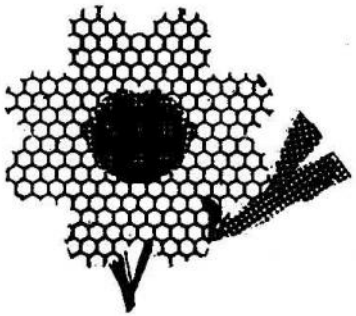

অধ্যায় দুই

অনুশীলনী ঃ এক

১. ইসলাম বলতে কি বোঝায়?

উঃ 'ইসলাম' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ শান্তি । এর দ্বারা আনুগত্য বা আত্মসমর্পণও বোঝায়। আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণের নামই ইসলাম। ইসলাম কোন বিশেষ দেশ বা জাতির ধর্ম নয়, কোন বিশেষ যুগের বিষয় নয়। ইসলাম সর্বকালের, সর্বযুগের, সব মানুষের জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত পূর্ণাঙ্গ একমাত্র জীবন-বিধান।

২. প্রঃ ঈমান বলতে কি বোঝায়?

উঃ 'ঈমান' শব্দের অর্থ বিশ্বাস। নিম্নের কয়েকটি বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপনকে ঈমান বলা হয়।

১. আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস,

২. আল্লাহ্‌র ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাস,

৩. আল্লাহ্‌র কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস,

৪. আল্লাহ্‌র নবীদের উপর বিশ্বাস,

৫. শেষ বিচার দিনের উপর বিশ্বাস,

৬. ভাল-মন্দ সবকিছুই আল্লাহ্‌র হুকুমে হয়-এ কথার উপর বিশ্বাস অর্থাৎ তকদীরে বিশ্বাস।

৭. মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাস।

৩. প্রঃ ইসলামের মূল ভিত্তি কয়টি ও কি কি?

উঃ ইসলামের মূল ভিত্তি পাঁচটিঃ

১. কলেমা তাইয়্যেবার ঘোষণা। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এই উচ্চারণের দ্বারা ঘোষণা করা হয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই

এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র রসূল।

২. পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কায়েম করা,

৩. যাকাত দেয়া,

৪. রমযান মাসে রোযা রাখা,

৫. হজ্জ করা।

৪. প্রঃ আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস বলতে কি বোঝায়?

উঃ আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস বলতে বোঝায়--আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং সকল গুণের আধার একমাত্র তিনিই। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। আল্লাহ্‌র ক্ষমতার মত আর কারো ক্ষমতা নেই। আল্লাহ্‌র জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই। তিনি ছিলেন, তিনি আছেন, তিনি থাকবেন অনন্তকাল। তিনি পরম দয়াময়, দয়ালু ও দাতা। তাঁরই রহমতে আমরা বেঁচে আছি। তিনি সব জায়গায় আছেন, সব কিছু দেখেন, শোনেন, জানেন। আসমান-যমীনের সব কিছুই তিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন।

৫. প্রঃ আল্লাহ্‌র সাথে আমাদের কি ধরনের সম্পর্ক হওয়া উচিত?

উঃ আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন। তাঁরই অশেষ রহমতে আমরা পৃথিবীতে এসেছি, তাঁরই রহমতে বেঁচে আছি। আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য-বস্তু এবং বেঁচে থাকার জন্য যা যা দরকার, সব তিনি দেন।। আমরা আল্লাহ্‌র বান্দা বা গোলাম। তাঁর হুকুম মেনেই আমাদের এই দুনিয়াতে থাকতে হবে। সম্পূর্ণভাবে তাঁর হুকুম ও ইচ্ছানুযায়ী চললে আল্লাহ্ আমাদের উপর খুশী হন।

৬. প্রঃ আল্লাহ্‌র হুকুম ও ইচ্ছা কিভাবে আমরা জানতে পারি?

উঃ আল্লাহ্‌র হুকুম ও ইচ্ছা কুরআন শরীফ এবং রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা ও চরিত্রের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। রাসূল (সা) তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন–কিভাবে চললে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করা যায়।

৭. প্রঃ ফেরেশতাদের সম্পর্কে তুমি কি জান?

উঃ ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, তাঁরা সব সময় আল্লাহ্‌র হুকুম মেনে চলেন। আমাদের মতো তাঁদের দেহের কোনো আকৃতি নেই, তবে তাঁরা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় যে কোন আকৃতি ধারণ করতে পারেন।

৮. প্রঃ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ফেরেশতার নাম বল। তাঁদের মধ্যে কে নবীদের কাছে আল্লাহ্‌র বাণী নিয়ে আসতেন?

উঃ আল্লাহ্ তা'আলা অসংখ্য ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হচ্ছেন ঃ

১. হযরত জিবরাঈল (আ)
২. হযরত মিকাঈল (আ)
৩. হযরত ইসরাফীল (আ)
৪. হযরত আযরাঈল (আ)
৫. হযরত রিদওয়ান (আ)
৬. হযরত মুনকার (আ)
৭. হযরত নাকীর (আ)

এই ফেরেশতাদের কথা আমরা কুরআন ও রাসূলের কাছ থেকে জানতে পেরেছি। এছাড়া আরও অনেক ফেরেশতা আছেন। তাঁদের সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ্

জানেন। হযরত জিবরাঈল (আ) আল্লাহ্‌র বাণী নিয়ে বিভিন্ন সময় নবীদের কাছে আসতেন।

৯. প্রঃ আখিরাতের উপর বিশ্বাস বলতে কি বোঝায়?

উঃ এই দুনিয়ার সকলকে মরতে হবে। একদিন এই দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। সে দিনের নাম কিয়ামত। এর পরে আরম্ভ হবে শেষ বিচার। সেদিন প্রত্যেক মানুষকে আবার জীবিত করা হবে। মানুষ পৃথিবীতে যে সব কর্ম করে তার বিচার করা হবে হাশরের ময়দানে। বিচার করবেন আল্লাহ্‌ । যে দুনিয়ায় ভাল কাজ করে, আল্লাহ্‌ তাকে পুরস্কার দেবেন। সে পুরস্কার হলো বেহেশত। বেহেশতে সে সুখে থাকবে। আর যে দুনিয়ায় গুনাহর কাজ করে, আল্লাহ্‌ তাকে শাস্তি দেবেন--তাকে দোযখের আগুনে জ্বলতে হবে।

১০. প্রঃ পাপ বা গুনাহ বলতে কি বোঝায়?

উঃ আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করে কোন কাজ করাকে পাপ কাজ বলে। পাপ কাজ করলে আল্লাহ নারাজ হন। এজন্য তিনি পাপীকে কঠোর শাস্তি দেবেন। পাপ কাজ বা গুনাহ করলে একমাত্র আল্লাহ্‌ই তা ক্ষমা করতে পারেন। তাই আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাইতে হয় এবং তওবা করে আল্লাহ্‌র কাছে এ ওয়াদাও করতে হয় যে, এ ধরনের গুনাহর কাজ আর কখনো করব না।

১১. প্রঃ তকদীরের উপর বিশ্বাস বলতে কি বোঝায়?

উঃ ভালো-মন্দ সবকিছু আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় হয়। তবে আল্লাহ্‌ চান না যে, আমরা খারাপ কাজ করি ও খারাপ ফল পাই। তিনি আমাদের ভাল ও মন্দ বোঝার মত জ্ঞান ও বিবেক দিয়েছেন। আমরা যে খারাপ কাজ করি, তা নিজেরাই ভুল করে করি।

অনুশীলনী ঃ দুই

১. প্রঃ কিতাবের উপর বিশ্বাস বলতে কি বোঝায়?

উঃ এই দুনিয়ায় মানুষকে কিভাবে চলতে হবে, কি কি কাজ করতে হবে, কি কি কাজ করা অন্যায়--এই সব হুকুম আল্লাহ্ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন নবী-রাসূলের কাছে ওহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। এই সব বাণীকে আমরা কিতাব বলি। এই সব কিতাব নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ্ প্রত্যেক যুগের মানুষকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন।

২. প্রঃ আল্লাহ্ সব নবীর কাছেই কি কিতাব পাঠিয়েছেন?

উঃ আল্লাহ্ সব নবীর কাছে কিতাব পাঠান নি। কোন কোন নবীর কাছে আল্লাহ্ তাঁর হুকুম-আহকাম ও বাণী পাঠিয়েছেন। কোন কোন নবীর কাজ ছিল পূর্ববর্তী নবীর শিক্ষাকে প্রচার করা। যাঁদের উপর কিতাব নাযিল করা হয়েছে,তাঁদেরকে রাসূল বলা হয়।

৩. প্রঃ কোন্ রাসূলের কাছে কোন্ কিতাব নাযিল করা হয়েছে?

উঃ ১. হযরত দাউদ আলায়হিস সালাম-এর নিকট যাবুর,

২. হযরত মূসা আলায়হিস সালাম-এর নিকট তাওরাত,

৩. হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম-এর নিকট ইঞ্জীল,

৪. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আল-কুরআন।

৪. প্রঃ আমরা কোন্ রাসূল এবং কোন্ কিতাব মেনে চলি?

উঃ আমরা আল্লাহ্ প্রেরিত সকল কিতাবে বিশ্বাস রাখি, কিন্তু শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে, আমরা সেটিই মেনে চলি। এই কিতাব হলো আল-কুরআন। দুনিয়ার মানুষের হিদায়েতের জন্য এটিই আল্লাহ্ প্রেরিত সর্বশেষ, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাংগ সুন্দর কিতাব।

৫. প্রঃ সম্পূর্ণ কুরআন কি একসাথে নাযিল হয়েছিল? কুরআন কিভাবে সাজানো হয়েছিলো।

উঃ সম্পূর্ণ কুরআন একসাথে নাযিল হয়নি। প্রিয় নবী (সা)-এর জীবনের শেষ ২৩ বছরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবস্থায় কুরআনের বিভিন্ন আয়াত নাযিল হয়েছে। নাযিলকৃত আয়াতসমূহ রাসূল (সা)-তাঁর সাথী বা সাহাবীদের শোনাতেন। রাসূল (সা)-এর নিকট থেকে শুনে সাহাবীদের কেউ কেউ তা মুখস্থ করে নিতেন এবং অনেকে পাথর, চামড়া, হাড় ও খেজুরের পাতার উপরে লিখে রাখতেন। এই সব আয়াত কোন্‌টির পর কোন্‌টি সাজানো হবে রাসূল (সা) আল্লাহ্‌র হুকুম মত তাও বলে দিতেন। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এইভাবেই সাজানো হয়।

৬. প্রঃ পবিত্র কুরআন কি রাসূলের জীবনকালে গ্রন্থাকারে ছিলো? গ্রন্থাকারে আল-কুরআন কিভাবে সংরক্ষণ করা হলো?

উঃ কুরআনের বিভিন্ন আয়াত গ্রন্থাকারে প্রথম সংকলন করা হয় প্রথম খলীফা হযরত আবূ বক্কর (রা)-এর সময়। এই সংকলনের সময় রাসূল (সা) যেভাবে

সাজিয়েছিলেন, সেভাবেই কুরআনের বিভিন্ন আয়াত সাজিয়ে একটি মাত্র কপি গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা)-এর সময়ে সেই সংকলনের অনুলিপি করে জনসাধারণের কাছে পৌঁছানো হয়। আজ পর্যন্ত দুনিয়ার যেখানে কুরআন আছে, তা হুবহু সেই মূল সংকলনের মতই রয়েছে। চৌদ্দশ বছর ধরে কুরআন এইরূপে সঠিক এবং পবিত্রভাবে হিফাজত করা হচ্ছে। এতে নতুন কিছু যোগ করা হয়নি কিংবা এর কিছু বাদও দেওয়া হয়নি। চিরদিন এই কিতাব অপরিবর্তিত ও অবিকৃত থাকবে।

৭. প্রঃ কুরআন আমাদের কি শেখায়?

উঃ কুরআন আমাদেরকে একমাত্র আল্লাহ্‌রই ইবাদত করতে শেখায়। সরল সঠিক পথে চলতে শেখায়, কুরআন শেখায় দুনিয়ায় এবং আখিরাতে মুক্তির জন্য আমাদেরকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবনাদর্শ গ্রহণ করে তাঁর দেখানো পথে চলতে হবে। কুরআন থেকে শিখি, আমি নিজে ভাল হবো এবং অন্যকে ভাল করবো।

৮. প্রঃ নবী কাদেরকে বলা হয়?

উঃ যে সকল মহাপুরুষ আল্লাহ্‌র 'ওহী' বা বাণী লাভ করেছেন, তাঁদেরকে নবী বলা হয়।

৯. প্রঃ নবী-রাসূলগণের উপর বিশ্বাস বা ঈমান বলতে কি বোঝায়?

উঃ বিভিন্ন যুগে আল্লাহ্ মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য নবী-রসূল পাঠিয়েছেন। কুরআনে বেশ কয়েকজন

নবীর নাম উল্লেখ আছে। এ ছাড়া আরও নবী ছিলেন। মোট কথা, আল্লাহ্ বিভিন্ন জাতি ও জনপদের মানুষকে সঠিক পথ-নির্দেশনার জন্য নবী ও রসূল পাঠিয়েছেন। শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত আল্লাহ্ বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন জনপদে যে সকল নবী-রসূল পাঠিয়েছেন তাঁদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পর আর কোন নবী রসূল দুনিয়ার বুকে আগমন করবে না, তাঁর প্রচারিত দীন কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকবে-এই বিশ্বাসকে নবী ও রাসূলগণের উপর ঈমান আনা বোঝায়।

১০. প্রঃ কুরআন শরীফে বর্ণিত কয়েকজন নবীর নাম কি?

উঃ হযরত আদম (আ), হযরত নূহ (আ), হযরত ইদ্রিস (আ), হযরত হূদ (আ), হযরত সালেহ (আ), হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত ইসমাঈল (আ), হযরত ইসহাক (আ), হযরত লুত (আ), হযরত ইয়া'কুব (আ), হযরত ইউসুফ (আ), হযরত শুয়াইব (আ), হযরত আইয়ূব (আ), হযরত হারুন (আ), হযরত মূসা (আ), হযরত ইউনুস (আ), হযরত আলয়াসা (আ), হযরত যুলকিফল (আ), হযরত দাউদ (আ), হযরত সুলায়মান (আ), হযরত ইলিয়াস (আ), হযরত যাকারিয়া (আ), হযরত ইয়াহিয়া (আ), হযরত ঈসা (আ) এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।

১১. প্রঃ নবীগণ কি আহবান জানিয়েছেন?

উঃ নবীগণ মানুষকে আল্লাহ্র নির্দেশিত পথে চলার জন্য আহবান জানিয়েছেন। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু--আল্লাহ্

ছাড়া কোনো ইলাহ নেই--এ সত্য তাঁরা প্রচার করেছেন। দুনিয়ার সব কাজ আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী করতে হবে। মানুষকে একদিন মরতে হবে এবং মৃত্যুর পর আবার একদিন তাকে জীবিত করা হবে। সেদিনের নাম কিয়ামত। সেদিন সব কাজের বিচার করা হবে। বিচার করবেন আল্লাহ্ নিজে। দুনিয়ায় যে খারাপ কাজ করবে আখিরাতে সে শাস্তি পাবে এবং দুনিয়ায় যে ভাল কাজ করবে, আখিরাতে সে পুরস্কার পাবে। তাকে সুন্দর ও শান্তির স্থান বেহেশতে থাকতে দেওয়া হবে। দুনিয়ায় খারাপ কাজ করলে আখিরাতে তাকে দোযখের আগুনে জ্বলতে হবে।

১২. প্রঃ নবী-রাসূলদের কাজ কি?

উঃ নবী ও রাসূলগণ আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করেছেন। নিজেরা আল্লাহ্‌র হুকুম মেনে চলে অন্যদের সামনে আদর্শ স্থাপন করেছেন, অন্যদেরকে আল্লাহ্‌র হুকুম মানতে বলেছেন এবং অন্যায় ও খারাপ কাজ বর্জন করেছেন। তাঁরা সমাজের ভাল লোকদেরকে একত্র করেছেন। যারা নবীদের কথা শোনেনি এবং অন্যায় কাজ চালু রেখে নবীদের বিরোধিতা করেছে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

১৩. প্রঃ আমরা কোন নবীর উম্মত?

উঃ আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মত। তিনি খাতামুন্নাবিয়্যীন বা সর্বশেষ নবী।

১৪. প্রঃ শেষ নবীর উম্মত হিসেবে আমাদের কি করা উচিত?

উঃ শেষ নবীর উম্মতদেরকে আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে অভিহিত করেছেন। আমাদের কাজ হচ্ছে মানুষকে সৎ কাজে আদেশ করা ও অসৎ কাজে নিষেধ করা। তাই আমাদের এ কাজ করা উচিত।

১৫. প্রঃ সিহাহ সিত্তাহ্ বা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ কি কি?

উঃ বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফ, আবূ দাউদ শরীফ, ইব্নে মাজা শরীফ ও নাসায়ী শরীফ।

অনুশীলনী ঃ তিন

১. প্রঃ সর্বশেষ আসমানী কিতাবের নাম কি?

উঃ সর্বশেষ আসমানী কিতাবের নাম আল-কুরআন।

২. প্রঃ কুরআনে কয়টি সূরা ও কয়টি আয়াত রয়েছে?

উঃ সূরার সংখ্যা ১১৪ এবং আয়াতের সংখ্যা ৬২৩৬।

৩. প্রঃ কুরআন কিভাবে নাযিল হয়েছিল?

উঃ গোটা কুরআন শরীফ লওহে মাহফুজ থেকে ৬১০ খৃষ্টাব্দের ২৭ রমযান কদরের রাতে প্রথম আসমানে নাযিল হয়েছিল। এই একই রাতে হেরা গুহায় প্রিয় নবী (সা)-এর নিকট কুরআন শরীফের সূরা আলাকের পাঁচখানা আয়াত নাযিল হয়। তখন থেকে ওহী বাহক ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর নিকট বিভিন্ন সময়ে কুরআন শরীফের বিভিন্ন অংশ অল্প অল্প করে নাযিল হয়। গোটা কুরআন শরীফ প্রিয়নবী (সা)-এর নিকট নাযিল হয় ২৩ বছর ধরে।

৪. প্রঃ মক্কী সূরা ও মাদানী সূরা বলতে কি বোঝায়?

উঃ প্রিয় নবী (সা)-এর মক্কী জীবনে যে সব সূরা নাযিল হয় সেই সব সূরাকে মক্কী সূরা বলা হয় এবং

হিজরতের পর মাদানী জীবনে যে সব সূরা নাযিল হয় সেই সব সূরাকে মাদানী সূরা বলা হয়।

৫. প্রঃ কুরআনের কোন্ সূরা বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ছাড়া শুরু হয়েছে?

উঃ সূরা তওবা।

৬. প্রঃ কোন্ সূরায় বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম দুইবার থাকে?

উঃ সূরা নামল-এ।

৭. প্রঃ (ক) কোন্ নবীর সময়ে মহাপ্লাবন হয়? (খ) কোন্ নবীকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করলেও তিনি আল্লাহ্‌র রহমতে রক্ষা পান? (গ) কোন্ নবীর লাঠি মাটিতে ফেলে দিলে সাপ হতো, আবার ধরে ফেললে লাঠি হয়ে যেতো?

উঃ (ক) হযরত নূহ (আ), (খ) হযরত ইবরাহীম (আ), (গ) হযরত মূসা (আ)।

৮. প্রঃ কোন্ নবী পশু-পাখিদের ভাষা বুঝতেন?

উঃ হযরত সুলায়মান (আ)

৯. প্রঃ আরাফাতের ময়দান বলতে কি বোঝায়? কেন এই নামকরণ করা হলো?

উঃ বেহেশ্‌ত থেকে হযরত আদম (আ) ও হযরত হাওয়া (আ)-কে দুনিয়াতে বিচ্ছিন্নভাবে দুই এলাকায় পাঠানো হয়। দীর্ঘ কয়েক'শ বছর পর তাঁদের দু'জনের নতুন করে জানাজানি হয় যে স্থানে সেই স্থানের নাম আরাফাত বা মিলন স্থল। আরাফাত মক্কা থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

১০ প্রঃ কুরআন শরীফের কোন সূরার একটি কাহিনীকে সুন্দরতম কাহিনী বলা হয়েছে?

উঃ সূরা ইউসুফে বর্ণিত হযরত ইউসুফ আলায়হিস সালামের কাহিনীকে।

১১. প্রঃ কোন নবীকে তাঁর ভাইয়েরা কূপে ফেলে দিয়েছিল?

উঃ হযরত ইউসুফ (আ)–কে।

১২. প্রঃ কোন্ নবীর আমল থেকে কুরবানী দেয়ার বিধান বলবৎ হয়?

উঃ হযরত ইবরাহীম (আ)–এর আমল থেকে।

১৩. প্রঃ অবিরাম কয়েক বছর নির্জন গুহায় ঘুম পাড়িয়ে রেখে আল্লাহ কয়েকজন বিশ্বাসী যুবককে জাহিলিয়াত থেকে রক্ষা করেন। এঁদেরকে কি বলা হয়?

উঃ আসহাবুল কাহফ।

১৪. প্রঃ আমাদের মহানবী (স)–এর জীবনীকে আরবীতে কি বলে?

উঃ রাসূলে করীম (স)–এর জীবনীকে আরবীতে 'সীরাত' বলে।

১৫. প্রঃ কীট–পতংগের নামে কুরআনের কোন্ তিনটি সূরার নামকরণ করা হয়েছে?

উঃ ১. সূরা নাহল (মৌমাছি)।
২. সূরা নামল (পিঁপড়া),
৩. সূরা আনকাবূত (মাকড়সা)।

১৬. প্রঃ খোলাফায়ে রাশেদীনের চার খলীফার নাম কি?

উঃ ১. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু, ২. হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু, ৩. হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু, ৪. হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু।

১৭. প্রঃ খাতুনে জান্নাত কে?
উঃ হযরত ফাতিমা রাদিআল্লাহু তা'আলা আন্‌হা।

১৮. প্রঃ আশারাতুল মুবাশশারা কাদেরকে বলা হয়?
উঃ প্রিয় নবী (সা) যে দশজন সাহাবীকে জান্নাতে স্থান পাবেন বলে তাঁদের জীবিত অবস্থায় সুসংবাদ দান করেছিলেন, তাঁদেরকে আশারাতুল মুবাশশারা বলা হয়। সেই সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ জন সাহাবী হচ্ছেন ঃ ১. হযরত আবূ বকর (রা), ২. হযরত উমর (রা), ৩. হযরত উসমান (রা), ৪. হযরত আলী (রা), ৫. হযরত তালহা (রা), ৬. হযরত যুবায়র (রা), ৭. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা), ৮. হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা), ৯. হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা), ১০. হযরত আবূ 'উবায়দা ইবন আল্‌-জাররাহ (রা)।

অনুশীলনী ঃ চার

১. প্রঃ সালাত অর্থ কি? দৈনিক কত ওয়াক্ত সালাত ফরয?
উঃ সালাত অর্থ নামায। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয।

২. প্রঃ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত কি কি?
উঃ ফজর, জুহর, আসর, মাগরিব ও ইশা।

৩. প্রঃ কত বছর বয়স থেকে সালাত পড়া অপরিহার্য?
উঃ দশ বছর বয়স থেকে সালাত পড়া অপরিহার্য।

৪. প্রঃ সালাত না পড়া কোন্ ধরনের গুনাহ?
উঃ সালাত না পড়া কবীরা গুনাহ।

৫. প্রঃ সালাতের ফরয কয়টি ও কি কি?

উঃ সালাতের ফরয ১৩টি ঃ

সালাত শুরুর জন্য ৬টি, যথাঃ ১. শরীর পাক হওয়া, ২. কাপড় পাক হওয়া, ৩. জায়গা পাক হওয়া, ৪. শরীর ঢাকা, ৫. কেবলামুখী হওয়া, এবং ৬. নিয়াত করা।

সালাতের ভিতরে ৭টি, যথা ঃ ১. তাকবীরে তাহরীমা বলা (আল্লাহু আকবর বলে নামায শুরু করা), ২. দাঁড়িয়ে নামায পড়া, ৩. কুরআনের আয়াত পড়া, ৪. রুকূ করা, ৫. সিজদা করা, ৬. শেষ বসা (তাশাহুদ পড়ার সময় পর্যন্ত বসা) এবং কোন কাজের মাধ্যমে সালাত শেষ করা অর্থাৎ সালাম ফিরানো।

৬. প্রঃ কি কি করলে সালাত ভঙ্গ হয়?

উঃ অনেকগুলো কারণেই সালাত ভঙ্গ হয়, যেমন ঃ ১. সালাতের মধ্যে কথা বললে, ২. কাউকে সালাম দিলে, ৩. সালামের জবাব দিলে, ৪. আহ্, উহ্, আহা, উহু, হায়, ইস্ ইত্যাদি বললে, ৫. দুঃখের কারণে কাঁদলে, ৬. বিনা ওজরে গলা খাকারি দিলে বা কাশলে, ৭. হাঁচির উত্তর দিলে, ৮. দুঃখ বা সুখের সংবাদ শুনে কোনরূপ দোয়া পড়লে, ৯. নিজের ইচ্ছায় ভিন্ন কাউকে লোকমা দিলে, ১০. সালাতের মধ্যে দেখে কুরআন পড়লে, ১১. নাপাক জায়গায় সিজদা দিলে, ১২. সালাতের মধ্যে পার্থিব জিনিস আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করলে, ১৩. পানাহার করলে, এবং ১৪. এমন কোন কাজ করলে যাতে সালাতরত অবস্থা বোঝা যায় না।

৭. প্রঃ অযুর ফরয কয়টি ও কি কি?

উঃ অযুর ফরয ৪টি। যথা ১. মুখমন্ডল ধৌত করা, ২. কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধৌত করা, ৩. মাথা মাসেহ করা এবং৪. পায়ের টাখ্নু বা গাঁট পর্যন্ত দুই পা ধৌত করা।

৮. প্রঃ তায়াম্মুম কি ও কেন?

উঃ পানির পরিবর্তে মাটি দ্বারা অযুর কাজ সম্পাদন করার নাম তায়াম্মুম। কোথাও পানি পাওয়া না গেলে অথবা অসুস্থতার কারণে কোন ডাক্তার শরীরে পানি লাগাতে নিষেধ করলে তখনই তায়াম্মুম করতে হয়।

৯. প্রঃ তায়াম্মুমের ফরয কয়টি ও কি কি?

উঃ তায়াম্মুমের ফরয ৩টি। যথাঃ ১. নিয়ত করা, ২. সমস্ত মুখ মাসেহ করা ৩. দুই হাত মাসেহ করা।

১০. প্রঃ সাওম বলতে কি বোঝায়?

উঃ সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইবাদতের নিয়তে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকার নাম সাওম। সাওম-এর ফারসী শব্দ রোযা।

১১. প্রঃ রমযান মাসের রোযা ফরয সম্পর্কিত ওহী নাযিল হয় কত খৃষ্টাব্দে? রমযানের রোযা কাদের জন্য ফরয?

উঃ রমযান মাসের রোযা ফরয সম্পর্কিত ওহী নাযিল হয় ৬২৪ খৃষ্টাব্দে।

প্রাপ্ত বয়স্ক (বালেগ)-এর জন্য রমযানের রোযা রাখা ফরয। ছোটবেলা থেকে রোযা রাখার অভ্যাস করা ভালো।

প্রঃ কোন্ কোন্ অবস্থায় রমযানের রোযা রাখা ফরয নয়?

উঃ রোগাক্রান্ত অবস্থায় অথবা সফর অবস্থায় রোযা রাখা ফরয নয়, তবে রোগ সেরে যাওয়ার পর এবং সফর শেষ হওয়ার পর রমযানের রোযা আদায় করতে হয়।

১৩. প্রঃ রোযার উদ্দেশ্য কি?

উঃ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য–এই ষড় রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকওয়ার গুণ অর্জন করাই রোযার উদ্দেশ্য।

১৪. প্রঃ হজ্জ কি?

উঃ যিলহজ্জ মাসে নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট নীতি অনুসারে কা'বা শরীফ যিয়ারত করাকে হজ্জ বলে।

১৫. প্রঃ কত সনে হজ্জের বিধান নাযিল হয়?

উঃ ৬৩১ খৃষ্টাব্দ মুতাবিক নবম হিজরী সনে।

১৬. প্রঃ হজ্জ কাদের উপর ফরয?

উঃ দৈহিক ও আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন ও বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয।

১৭. প্রঃ যাকাত বলতে কি বোঝায়?

উঃ যাকাত অর্থ পবিত্রতা ও বৃদ্ধি। বছর শেষে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ থাকলে শরীয়তের বিধান মুতাবিক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্ধারিত খাতে ব্যয় করাকে যাকাত বলে। এতে সম্পদ পবিত্র হয়, আল্লাহ্‌র রহমতে সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

১৮. প্রঃ যাকাত কেন দিতে হয়?

উঃ সালাত পড়া যেমন ফরয, যাকাত আদায় করাও তেমনি ফরয। যাকাত অভাবী মানুষের হক বা অধিকার। এই অধিকার অস্বীকার করা যাবে না। ঠিকমত যাকাত আদায় ও বিতরণ করলে সমাজে কেউ খাবে আর কেউ খাবে না––এ অবস্থা দূর হবে।

১৯. প্রঃ যাকাত কারা পাবে?

উঃ কুরআনে ৮ শ্রেণীর লোককে যাকাত দেয়ার নির্দেশ রয়েছে। যথা ঃ ১. ফকীর (নিঃস্ব), ২. মিসকীন (অভাবগ্রস্ত), ৩. যাকাত সংক্রান্ত কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ৪. নও-মুসলিম, ৫. মুক্তিকামী দাস, ৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, ৭. আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রামকারী এবং ৮. মুসাফির।

২০. প্রঃ কাদের উপর যাকাত দেওয়া ফরয? এর হার কত?

উঃ সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের সমপরিমাণ অর্থ বছরের শেষে কারো কাছে জমা থাকলে তার উপর যাকাত দেওয়া ফরয। যাকাতের হার শতকরা আড়াই ভাগ।

অনুশীলনী ঃ পাঁচ

১. প্রঃ পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র কোন্‌টি?
উঃ মদীনার সনদ।

২. প্রঃ চার মযহাবের নাম কি?
উঃ ১. হানাফী মযহাব, ২. শাফিঈ মযহাব, ৩. মালিকী মযহাব, ৪. হাম্বলী মযহাব।

৩. প্রঃ প্রধান চারটি তরীকার নাম কি?
উঃ ১. কাদিরিয়া তরীকা, ২. চিশতীয়া তরীকা, ৩.নকশবন্দীয়া তরীকা, ৪. মুজাদ্দিদীয়া তরীকা।

৪. প্রঃ সিন্ধু বিজয়ী মুসলিম বীরের নাম কিঃ
উঃ মুহাম্মদ ইবন কাসিম।

৫. প্রঃ বঙ্গ বিজয়ী মুসলিম বীরের নাম কি?
উঃ ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন বখতিয়ার খিলজী।

৬. প্রঃ কোন্ বাংলাদেশী সুলতান ইরানের কবি হাফিজকে বাংলাদেশে আসার দাওয়াত দিয়েছিলেন?
উঃ মুহম্মদ গিয়াস উদ্দীন আযম শাহ।

৭. প্রঃ গিয়াস উদ্দীন আযম শাহের মাযার কোথায়?
উঃ সোনার গাঁয়ে।

৮. প্রঃ কার নেতৃত্বে সিলেটে ইসলামের বিজয় অভিযান সফল হয়েছিল?
উঃ হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহি আলায়হির নেতৃত্বে।

৯. প্রঃ ষাট গম্বুজ মসজিদ কোথায় অবস্থিত, কে তৈরী করেন?
উঃ ষাট গম্বুজ মসজিদ বাগেরহাটে অবস্থিত। এই মসজিদ তৈরী করেন হযরত খান জাহান আলী রহমাতুল্লাহি আলায়হি।

১০. প্রঃ কোন্ বাদশাহকে জিন্দা পীর বলা হয়?
উঃ মুগল বাদশাহ আওরংগযেবকে জিন্দা পীর বলা হয়।

১১. প্রঃ বাদশাহ আলমগীর আওরংগযেবের আমলে ফতোয়ার যে গ্রন্থ সংকলিত ও সম্পাদিত হয়, সেই গ্রন্থের নাম কি?
উঃ ফতোয়ায়ে আলমগিরী।

১২. প্রঃ বাঁশের কেল্লা গড়ে কে যুদ্ধ করেছিলেন?
উঃ সায়্যিদ নিসার আলী তিতুমীর।

১৩. প্রঃ কোন্ যুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্ত যায়?
উঃ ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে।

১৪. প্রঃ কোন্ মুসলিম পর্যটক মধ্যযুগে বাংলাদেশে আসেন?
উঃ ইবনে বতুতা।

১৫. প্রঃ বাংলাদেশের কোন্ আমলকে সোনালী যুগ বলা হয়?
উঃ বাংলার সুলতানী আমলকে সোনালী যুগ বলা হয়।

১৬. প্রঃ পৃথিবীতে বর্তমানে মোট স্বাধীন মুসলিম দেশ কয়টি?
উঃ ৫১টি।

১৭. প্রঃ ১৯৮৩ সালের শেষ দিকে কোন্ মুসলিম দেশটি স্বাধীন হয়?
উঃ ব্রুনাই।

১৮. প্রঃ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে কয়টি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়? এগুলোর নাম কি?
উঃ সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে ৬টি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এগুলো হচ্ছে ঃ ১. আজারবাইযান, ২. উযবেকিস্তান, ৩. কাযাকিস্তান, ৪. কিরগিযিস্তান, ৫. তাজিকিস্তান ও ৬. তুর্কেমেনিস্তান।

১৯. প্রঃ ওআইসি বলতে কি বোঝায়?
উঃ অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স। বাংলায় একে বলা হয় ইসলামী সম্মেলন সংস্থা।

২০. প্রঃ বাংলাদেশে ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার হয় কাদের দ্বারা?
উঃ পীর আওলিয়ায়ে কিরামের দ্বারা।

২১. প্রঃ বাংলাদেশ কখন ওআইসির সদস্য পদ লাভ করে?
উঃ ১৯৭৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের সময় বাংলাদেশ ওআইসির সদস্য পদ লাভ করে।

অনুশীলনী ঃ ছয়

নিজে নিজে জান

১. প্রঃ সূরা ফাতিহা মুখস্থ কর এবং বাংলা তরজমা শিখে নাও।

২. সূরা ইখলাস, সূরা ফীল, সূরা কাওসার এবং সূরা আসর–এর অর্থ মুখস্থ কর এবং এগুলোর বাংলা তরজমা শিখে নাও।

৩. ঈমানে মুজমাল ও ঈমানে মুফাসসাল মুখস্থ কর এবং বাংলা তরজমা জেনে নাও।

৪. নামাযের আরকান–আহকাম শিখে নাও এবং নামাযের সকল দোয়া–দরূদ মুখস্থ করে সেগুলোর বাংলা তরজমা জেনে নাও।

৫. রোযার সেহরী ও ইফতারের দোয়া শিখে নাও।

৬. ''হে আমাদের রব। আপনি এই দুনিয়াতে আমাদের কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন" মুনাজাতটির আরবী শিখে নাও।

৭. আকীদা সম্পর্কে জেনে নাও।

৮. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস জেনে নাও।

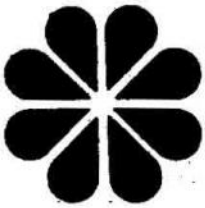

মুসলিম জাহান

মুসলিম জাহান পরিচিতি

আফগানিস্তান

রাজধানী কাবুল। লোকসংখ্যা ১ কোটি ৫০ লক্ষ ১০ হাজার। আয়তন–৬ লক্ষ ৫২ হাজার ৯০ বর্গকিলোমিটার। প্রদেশের সংখ্যা ৩১টি। মুদ্রার নাম আফগানী। ভৌগোলিক অবস্থান ঃ উত্তরে মধ্য এশিয়া, পূর্ব ও দক্ষিণে পাকিস্তান, পশ্চিমে ইরান।

আজারবায়যান

রাজধানী বাকু। লোকসংখ্যা ৭৬ লক্ষ ৮৪ হাজার। জনসংখ্যার ৭০ ভাগ মুসলমান। ভাষা আযেরী, তুর্কী ও রুশ। মুদ্রা সানাত। আয়তন–৮৬ হাজার ৬ শত বর্গকিলোমিটার। ভৌগোলিক অবস্থান ঃ উত্তরে রাশিয়া ও জর্জিয়া, দক্ষিণে ইরান, পশ্চিমে আর্মেনিয়া, পূর্বে কাস্পিয়ান সাগর।

আলজেরিয়া

রাজধানী আলজিয়ার্স। লোকসংখ্যা ২ কোটি ৬০ লখ ৭০ হাজার। ভাষা আরবী। মুদ্রা দীনার। আয়তন–৩ লক্ষ ৮১ হাজার ৭ শত ৪১ বর্গকিলোমিটার। ভৌগোলিক অবস্থান ঃ পশ্চিমে মরক্কো ও পশ্চিম সাহারা, দক্ষিণ–পশ্চিমে মৌরিতানিয়া ও মালি, দক্ষিণ–পূর্বে নাইজার, পূর্বে লিবিয়া ও তিউনিসিয়া এবং উত্তরে ভূমধ্যসাগর।

আলবেনিয়া

রাজধানী তিরানা। লোকসংখ্যা ৩০ লক্ষ ৮০ হাজার। সরকারী ভাষা টস্ক। মুদ্রা লেক। আয়তন–২৮ হাজার ৪৮

বর্গকিলোমিটার। ভৌগোলিক অবস্থান ঃ পূর্ব ইউরোপে অবস্থিত। দেশটির উত্তর ও পূর্বে সাবেক যুগোস্লাভিয়া, দক্ষিণে গ্রীস; পশ্চিমে আড্রিয়াটিক সাগর।

ইন্দোনেশিয়া

রাজধানী জাকার্তা। লোকসংখ্যা ১৯৮৫ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ১৬ কোটি ৮৪ লক্ষ ৪০ হাজার। ভাষা বাহাসা ইন্দোনেশিয়া। আয়তন–১৯ লক্ষ ৪ হাজার ৫ শত ৬৯ বর্গকিলোমিটার। ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। ভৌগোলিক অবস্থান ঃ নিরক্ষরেখার উত্তর পার্শ্বে মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইন। অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে অবস্থিত এই দেশটি ৩ হাজারের বেশী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দ্বীপ নিয়ে গঠিত।

ইরান

রাজধানী তেহরান। লোকসংখ্যা ৬ কোটি ৪২ লক্ষ। আয়তন–১৬ লক্ষ ৪৮ হাজার বর্গকিলোমিটার। সরকারী ভাষা ফারসী। মুদ্রা রিয়াল। ভৌগোলিক অবস্থান ঃ উত্তরে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কাস্পিয়ান সাগর, পূর্বে আফগানিস্তান ও পাকিস্তান, দক্ষিণে ওমান উপসাগর ও পারস্য উপসাগর, পশ্চিমে ইরাক ও তুরস্ক।

ইরাক

রাজধানী বাগদাদ। লোকসংখ্যা ১৯৮৮ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ১ কোটি ৭০ লক্ষ ৬০ হাজার। ভাষা আরবী। মুদ্রা দীনার। আয়তন–৪ লক্ষ ৩৪ হাজার ১ শত ২৪ বর্গকিলোমিটার। ভৌগোলিক অবস্থান ঃ ইরাক দক্ষিণ–পশ্চিম এশিয়ার একটি দেশ।

উত্তরে তুরস্ক, পূর্বে ইরান, দক্ষিণ-পশ্চিমে পারস্য উপসাগর, দক্ষিণে কুয়েত ও সৌদি আরব, পশ্চিমে জর্দান ও সিরিয়া।

ইয়েমেন

রাজধানী সানা। লোকসংখ্যা ১ কোটি ৩৯ লক্ষ। ভাষা আরবী ও ইংরেজী। মুদ্রা রিয়াল। আয়তন-৫ লক্ষ ২৮ হাজার বর্গকিলো-মিটার। ভৌগোলিক অবস্থান ঃ উত্তরে সৌদি আরব, উত্তর ও পূর্বে ওমান, দক্ষিণে আরব সাগর, পশ্চিমে লোহিত সাগর।

উগাণ্ডা

রাজধানী কাম্পালা। লোকসংখ্যা ২ কোটি ৪ লক্ষ। সরকারী ভাষা ইংরেজী। দেশটিতে অনেকগুলো স্থানীয় ভাষা আছে। তন্মধ্যে লুগাণ্ডা প্রধান। মুদ্রা শিলিং। আয়তন-২ লক্ষ ৪১ হাজার ১ শত ৩৯ বর্গকিলোমিটার। ভৌগোলিক অবস্থান ঃ আফ্রিকা মহাদেশের এ দেশটির পূর্বে কেনিয়া, পশ্চিমে আলবার্ট হ্রদ; পূর্বে ভিক্টোরিয়া হ্রদ, পশ্চিমে সুদান।

উযবেকিস্তান

রাজধানী তাশকন্দ। লোকসংখ্যা ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ২ কোটি। ভাষা জাগতাই তুর্কী। মুদ্রা রুবল। আয়তন-৪ লক্ষ ৪৭ হাজার ৪ শত বর্গকিলোমিটার। ভৌগোলিক অবস্থান ঃ দক্ষিণ ও পশ্চিমে তুর্কমেনিস্তান, উত্তরে কাযাকিস্তান, পূর্বে তাজিকিস্তান ও কিরগিযিস্তান।

ওমান

রাজধানী মস্কট। লোকসংখ্যা ৯ লক্ষ ২০ হাজার ৪ শত। ভাষা আরবী। মুদ্রা রিয়াল। আয়তন-২ লক্ষ ১২ হাজার ৪ শত ৫৭

বর্গকিলোমিটার। ভৌগোলিক অবস্থান ঃ উত্তরে সৌদি আরব, উত্তর-পশ্চিমে সংযুক্ত আরব আমিরাত, দক্ষিণ-পশ্চিমে ইয়েমেন, দক্ষিণ-পূর্বে আরব সাগর।

কমরু দ্বীপপুঞ্জ

রাজধানী ম্যারোনী। লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ। ভাষা আরবী, ফারসী ও সাওয়াহেলী। মুদ্রা কমরু ফ্রাংক। আয়তন-২ হাজার ২ শত ৩৬ বর্গকিলোমিটার।

কাতার

রাজধানী দোহা। লোকসংখ্যা ১৯৮৫ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ৩ লক্ষ ২৫ হাজার। ভাষা আরবী। মুদ্রা রিয়াল। আয়তন-২১ হাজার ৪ শত ৩৭ বর্গকিলোমিটার। ভৌগোলিক অবস্থান ঃ কাতার পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত। উত্তরে পারসিয়ান উপসাগর, পূর্বে সংযুক্ত আরব আমিরাত, পশ্চিমে বাহরাইন ও সৌদি আরব এবং দক্ষিণে সৌদি আরব।

ক্যামেরুন

রাজধানী ইয়োণ্ডে। লোকসংখ্যা ৯২ লক্ষ ৫১ হাজার। সরকারী ভাষা ইংরেজী। মুদ্রা ফ্রাংক। আয়তন-৪ লক্ষ ৭৫ হাজার ৪ শত ৪২ বর্গকিলোমিটার। ভৌগোলিক অবস্থান ঃ আটলান্টিক মহাসাগরের তীরবর্তী দেশ। আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত।

কুয়েত

রাজধানী কুয়েত সিটি। লোকসংখ্যা ২০ লক্ষ ৮০ হাজার ৭ শত ৪০। মুদ্রা দীনার। ভাষা আরবী। আয়তন-১৭ হাজার ৮ শত

১৯ বর্গকিলোমিটার। ভৌগোলিক অবস্থান ঃ কুয়েত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি দেশ। দেশটির পূর্বে পারস্য উপসাগর, উত্তর ও পশ্চিমে ইরাক এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে সৌদি আরব।

কিরগিযিস্তান

রাজধানী মিসকেক। লোকসংখ্যা ১৯৯৩ সালের হিসাব অনুযায়ী ৪৬ লক্ষ ১৩ হাজার। অধিকাংশই মুসলমান। সরকারী ভাষা কিরগিয ও রুশ। ১৯৯৩ সালে 'সম' (Som) নামে নতুন মুদ্রা চালু করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীনে থাকার সময় মুদ্রা ছিল রুবল। আয়তন-৯ লক্ষ ৯৮ হাজার ৫০০ বর্গকিলোমিটার। দেশটি ৬টি প্রদেশে বিভক্ত। ভৌগোলিক অবস্থান ঃ উত্তরে কাযাকিস্তান, পূর্বে চীনের জিনজিয়াং প্রদেশ, পশ্চিমে উযবেকিস্তান ও দক্ষিণে তাজিকিস্তান। মধ্য এশিয়ার সুবিশাল তিয়েনশান ও পামীর পর্বতমালার সংযোগস্থলে দেশটি অবস্থিত।

কাযাকিস্তান

রাজধানী আলমা আতা। লোকসংখ্যা ১৯১৯ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ১ কোটি ৭০ লক্ষ। ভাষা কাযাক, রুশ ও জার্মান। আয়তন-২২ লক্ষ ১৭ হাজার ৩ শত বর্গকিলোমিটার। ভৌগোলিক অবস্থান ঃ কাযাকিস্তান একটি মালভূমি অঞ্চল। দেশটির উত্তরে রাশিয়া, পূর্বে মংগোলিয়া, পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর এবং দক্ষিণে কিরগিযিস্তান, উযবেকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তান।

গাম্বিয়া

রাজধানী বানজুল। লোকসংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ। সরকারী ভাষা ইংরেজী। প্রধান স্থানীয় ভাষা মানদিনকা, ফুলা ও উলফ। মুদ্রা

দালাসি। আয়তন–১১ হাজার ২ শত ৯৫ বর্গকিলোমিটার। ভৌগোলিক অবস্থান ঃ দেশটি আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। এর তিন দিক সেনেগাল দ্বারা পরিবেষ্টিত।

গিনি

রাজধানী কোনাক্রি। লোকসংখ্যা ৬৭ লক্ষ ১০ হাজার। ফারসী ছাড়াও দেশটিতে ৮টি সরকারী ভাষা রয়েছে। এগুলো মালিনকে, ফুলানি, সুসু, লোমা, বাসারি, কোনিয়াগি, কিসসি ও কেপিলে। মুদ্রা গিনি ফ্রাংক। আয়তন–২ লক্ষ ৪৫ হাজার ৮ শত ৫৭ বর্গকিলোমিটার। ভৌগোলিক অবস্থানঃ আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত। উত্তর–পশ্চিমে গিনিবিসাউ ও সেনেগাল, উত্তর–পূর্বে মালি, দক্ষিণ–পূর্বে আইভরিকোস্ট, দক্ষিণে লাইবেরিয়া ও সিয়েরা লিওন, পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর।

গিনিবিসাউ

রাজধানী বিসাউ। লোকসংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ। সরকারী ভাষা পর্তুগীজ। এ ছাড়া ক্রিয়াউলো ভাষার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। মুদ্রা দীনার। আয়তন –৩৬ হাজার ১ শত ২৫ বর্গকিলোমিটার।

গ্যাবন

রাজধানী লিভারভিল। লোকসংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ। সরকারী ভাষা ফরাসী। মুদ্রা ফ্রাংক। আয়তন–২ লক্ষ ৬৭ হাজার ৬ শত ৬৭ বর্গকিলোমিটার। ভৌগোলিক অবস্থান ঃ উত্তরে ক্যামেরুন, পূর্ব ও দক্ষিণে কংগো প্রজাতন্ত্র, পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর।

শাদ

রাজধানী এনজামেনা। লোকসংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ। অধিকাংশ নাগরিক মুসলিম। ভাষা আরবী ও ফারসী। মুদ্রা ফ্রাংক। আয়তন–

১২ লক্ষ ৮৪ হাজার বর্গকিলোমিটার। ভৌগোলিক অবস্থান ঃ আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত। পশ্চিমে ক্যামেরুন, নাইজেরিয়া ও নাইজার, উত্তরে লিবিয়া, পূর্বে সুদান, দক্ষিণে আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র।

জর্দান

রাজধানী আম্মান। লোকসংখ্যা ১৯৮৯ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ৪১ লক্ষ। ভাষা আরবী। মুদ্রা জর্দানী দীনার। আয়তন–৮৯ হাজার ২ শত ২৬ বর্গকিলোমিটার। এটি এশিয়া মহাদেশের একটি দেশ। দেশটির চারপাশে রয়েছে সিরিয়া, ইরাক, সৌদি আরব ও ইসরাঈল।

জিবুতি

রাজধানী জিবুতি। লোকসংখ্যা ১৯৯০ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ৪ লক্ষ ৬০ হাজার। অধিকাংশ নাগরিক মুসলমান। মুদ্রা জিবুতি ফ্রাংক। ভাষা আরবী, সোমালী ও ফরাসী। আয়তন–২৩ হাজার ২ শত বর্গকিলোমিটার। দেশটি আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত। উত্তর–পূর্বে এডেন উপসাগর, দক্ষিণ–পূর্বে সোমালিয়া, বাকী অংশ জুড়ে ইথিওপিয়া।

তাজিকিস্তান

রাজধানী দুশানবে। লোকসংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ। মুদ্রা রুবল। আয়তন–৮৮ হাজার ১ শত বর্গকিলোমিটার।

তুরস্ক

রাজধানী আংকারা। লোকসংখ্যা প্রায় ৬ কোটি। ভাষা তুর্কী। মুদ্রা লিরা। আয়তন–৭ লক্ষ ৭৯ হাজার ৪ শত ৫২ বর্গকিলোমিটার।

মোট আয়তনের ২৩ হাজার ৭ শত ৬৪ বর্গকিলোমিটার ইউরোপে; বাকী ৭ লক্ষ ৫৫ হাজার ৬ শত ৮৮ বর্গকিলোমিটার এশিয়ায় অবস্থিত। তুরস্কের কিছু এলাকা ইউরোপে, বাকী অধিকাংশ এলাকা পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থিত। দেশটির পশ্চিমে ঈজিয়ান সাগর ও গ্রীস, উত্তরে বুলগেরিয়া ও কৃষ্ণ সাগর, পূর্বে সাবেক সোভিয়েত রাশিয়া ও ইরান এবং দক্ষিণে ইরাক, সিরিয়া ও ভূমধ্যসাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত।

তুর্কমেনিস্তান

রাজধানী আশকাবাদ। লোকসংখ্যা ৩০ লক্ষ ৯০ হাজার। ভাষা তুর্কী ও রুশ। মুদ্রা রুবল। আয়তন–৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ১ শত বর্গকিলোমিটার। ভৌগোলিক অবস্থান ঃ উত্তরে উযবেকিস্তান, উত্তর–পশ্চিমে কাযাকিস্তান, পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর, পূর্বে উযবেকিস্তান ও তাজিকিস্তান।

তিউনিসিয়া

রাজধানী তিউনিস। লোকসংখ্যা প্রায় ৮৭ লক্ষ। ভাষা আরবী। তবে ফরাসী ভাষাও বহুলভাবে প্রচলিত। মুদ্রা দীনার। আয়তন ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৫ শত ৩০ বর্গকিলোমিটার। ভৌগোলিক অবস্থান ঃ উত্তর ও পূর্বে ভূমধ্যসাগর, পশ্চিমে আলজেরিয়া, দক্ষিণে লিবিয়া।

নাইজার

রাজধানী নিয়ামী। লোকসংখ্যা প্রায় ৮৬ লক্ষ। সরকারী ভাষা ফারসী। তবে শতকরা ৮৫ ভাগ লোক হাওসা ভাষা বুঝতে ও বলতে পারে। মুদ্রা ফ্রাংক। আয়তন–১২ লক্ষ ৬৭ হাজার

বর্গকিলোমিটার। ভৌগোলিক অবস্থান ঃ উত্তরে আলজেরিয়া ও লিবিয়া, পূর্বে শাদ, দক্ষিণে নাইজেরিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিমে বেনিন ও বার্কিনা ফাসো, পশ্চিমে মালি।

পাকিস্তান

রাজধানী ইসলামাবাদ। লোকসংখ্যা ১২ কোটি ২৮ লক্ষ। সরকারী ভাষা উর্দু। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রদেশে পাঞ্জাবী, সিন্ধী, পশতু ও বেলুচ ভাষা প্রচলিত আছে। মুদ্রা-রুপী। আয়তন ৭ লক্ষ ৯৬ হাজার ৯৫ বর্গকিলোমিটার। ভৌগোলিক অবস্থান ঃ উত্তর ও পশ্চিমে আফগানিস্তান, উত্তর-পূর্বে ভারত ও দক্ষিণে আরব সাগর।

ফিলিস্তীন

মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত মুসলিম অধ্যুষিত একটি প্রাচীন আরব ভূখণ্ড। হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আ)-সহ বহু নবীর জন্ম ও ইন্তিকালের স্থান। হযরত ঈসা (আ)-ও এ স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। ইসলামের প্রথম কিবলা মসজিদুল আকসা এরই প্রধানতম শহর জেরুযালেমে অবস্থিত। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) মেরাজ গমনের সময় এখানে যাত্রা বিরতি দিয়ে নামায আদায় করেন। হযরত উমর (রা)-এর সময় এ ভূখণ্ডটি মুসলিম অধিকারে আসে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ফিলিস্তীন তুরস্ক সুলতানের অধীনে মুসলিম অধিকারে ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এলাকাটি বৃটিশ অধিকারে চলে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটিশ চক্রান্তে মুসলমানদের উৎখাত করে এখানে ১৯৪৮ সালে ইসরাঈল নামে একটি ইয়াহূদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ইয়াহূদীদের কবল থেকে দেশটি উদ্ধারের জন্য ১৯৪৮ সালে মিসর ও অন্যান্য আরব রাষ্ট্র একজোট হয়ে ইসরাঈল আক্রমণ করে। কিন্তু সম্মিলিত আরব শক্তি তৎকালীন বিশ্ব শক্তিগুলোর চক্রান্তে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ১৯৬৪ সালে ইয়াসির আরাফাত স্বদেশ ভূমি উদ্ধারের জন্য পিএলও নামে একটি গেরিলা সংগঠন গড়ে তোলেন। ইসরাঈলের বিরুদ্ধে ১৯৫৬, '৬৭ ও '৭৩ সালেও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু প্রতিবারেই মুসলমানরা পরাজিত হয়। লেবাননে পিএলওর প্রধান ঘাঁটি সন্দেহ করে ইসরাঈল সরকার বারবার বৈরুতসহ কয়েকটি শহরে হামলা চালিয়ে দেশটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। অবশেষে ১৯৯৩ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর পিএলও এবং ইসরাঈল পরস্পরকে স্বীকৃতি দেয় এবং ১৩ সেপ্টেম্বর একটি স্বায়ত্তশাসিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির অধীনে গাজা ভূখণ্ড ও পশ্চিম তীরের জেরিকো শহরের নিয়ন্ত্রণসহ সীমিত স্বায়ত্তশাসিত ফিলিস্তীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রথম প্রেসিডেন্ট হন পিএলও নেতা ইয়াসির আরাফাত। জেরুযালেমকে ফিলিস্তীনের রাজধানী করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ইয়াসির আরাফাত এখনো সংগ্রাম করে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশ

রাজধানী ঢাকা। লোকসংখ্যা ১১ কোটি ৫২ লক্ষ। ভাষা বাংলা। মুদ্রা টাকা। আয়তন–১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫ শত ৭০ বর্গকিলোমিটার। ভৌগোলিক অবস্থান ঃ উত্তরে ভারতের জলপাইগুড়ি জেলা, কুচবিহার, আসাম ও মেঘালয় রাজ্য, পূর্বে

ভারতের আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য এবং মায়ানমার (বার্মা), পশ্চিমে ভারতের পশ্চিম বঙ্গ এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।

বার্কিনা ফাসো (পূর্ব নাম আপারভোল্টা)

রাজধানী ওয়াগাডোগো। লোকসংখ্যা ১৮ লক্ষ। জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মুসলমান। সরকারী ভাষা ফরাসী। আয়তন ২ লক্ষ ৭৪ হাজার ২ শত বর্গকিলোমিটার। ভৌগোলিক অবস্থান ঃ বার্কিনা ফাসো আফ্রিকায় অবস্থিত। এটি আফ্রিকার একটি মালভূমির অংশ।

১৯৮৪ সালের আগস্ট মাসের পূর্বে দেশটি আপারভোল্টা নামে পরিচিত ছিল।

বাহরাইন

রাজধানী মানামা। লোকসংখ্যা ৪০ হাজার। ভাষা আরবী। মুদ্রা দীনার। আয়তন–৬ শত ২২ বর্গকিলোমিটার। ভৌগোলিক অবস্থান ঃ এশিয়া মহাদেশে পারস্য উপসাগরে কাতারের উত্তর–পশ্চিমে অবস্থিত। দেশটি কয়েকটি দ্বীপ নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে বাহরাইন প্রধান দ্বীপ।

বেনিন

রাজধানী পোটোনর্ভো। লোকসংখ্যা ৫ লক্ষ ১ হাজার। মুদ্রা ফ্রাংক। আয়তন–১ লক্ষ ১৩ হাজার বর্গকিলোমিটার। দেশটি পশ্চিম আফ্রিকায় অবস্থিত। উত্তরে নাইজার ও নাইজেরিয়া, পূর্বে নাইজেরিয়া, পশ্চিমে টগো, দক্ষিণে আটলান্টিক মহাসাগর।

ব্রুনাই দারুস সালাম

রাজধানী বন্দরসেরিবেগওয়ান। লোকসংখ্যা ২ লক্ষ ২৬ হাজার। সরকারী ভাষা মালয়। আয়তন–৫ হাজার ৭ শত ৬৫ বর্গকিলোমিটার। দেশটি দক্ষিণ–পূর্ব অংশ সারাওয়াক রাজ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং পশ্চিম ও উত্তরে দক্ষিণ চীন সাগর।

বসনিয়া হার্জেগোভিনা

রাজধানী সারাজেভো। লোকসংখ্যা প্রায় ৪৪ লক্ষ। ভাষা রুশ, সার্ভ ও ক্রুট। দেশটি ইউরোপ মহাদেশে অবস্থিত। উত্তর–পশ্চিমে ক্রুশিয়া, দক্ষিণে আড়িয়াটিক সাগর, পূর্বে সাবেক যুগোস্লাভিয়া।

মরক্কো

রাজধানী রাবাত। লোকসংখ্যা ২ কোটি ৫৯ লক্ষ। ভাষা আরবী। মুদ্রা দিরহাম। আয়তন–পশ্চিম সাহারা অঞ্চল বাদে ৪ লক্ষ ৫৮ হাজার ৭ শত ৩০ বর্গকিলোমিটার। দেশটির পূর্ব ও দক্ষিণ–পূর্বে আলজেরিয়া, দক্ষিণ–পশ্চিমে সাহারা মরুভূমি, উত্তর–পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর, উত্তরে ভূমধ্যসাগর।

মালদ্বীপ

রাজধানী মালে। লোকসংখ্যা ২ লক্ষের কিছু বেশী। ভাষা বিদেহী। মুদ্রা রুপিয়া। আয়তন–২ লক্ষ ৯৮ বর্গকিলোমিটার। দেশটি ভারতের দক্ষিণ–পশ্চিমে ভারত সাগরে ১০৮৭টি দ্বীপ নিয়ে গাঠত। দ্বীপগুলোর মধ্যে ১৯টি প্রধান দ্বীপ। মাত্র ২০টি দ্বীপে লোকজন বাস করে।

মালয়েশিয়া

রাজধানী কুয়ালালামপুর। লোকসংখ্যা ১ কোটি ৯০ হাজার। ভাষা বাহাসা মালয়েশীয়। মুদ্রা মালয়েশীয় ডলার। আয়তন ৩ লক্ষ ৩২ হাজার ৬ শত ৪০ বর্গকিলোমিটার। ভৌগোলিক অবস্থান ঃ ভারত মহাসাগরের একটি দ্বীপরাজ্য। পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চল সাগরবেষ্টিত। দেশটির উত্তরে থাইল্যাণ্ড।

মালি

রাজধানী বামাকো। লোকসংখ্যা ১৯৮৯ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ১ কোটি ১ লক্ষ। ভাষা ফরাসী ও বামবারা। মুদ্রা মালি ফ্রাংক। আয়তন ১২ লক্ষ ৪০ হাজার ১ শত ৯২ বর্গকিলোমিটার। মালি আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশ। পশ্চিমে সেনেগাল ও মৌরিতানিয়া, উত্তরে আলজেরিয়া, পূর্বে নাইজার এবং দক্ষিণে বার্কিনা ফাসো, আইভরিকোস্ট ও গিনি।

মিসর

রাজধানী কায়রো। লোকসংখ্যা ৫ কোটি ৬০ লক্ষ ৪০ হাজার। সরকারী ভাষা আরবী। আয়তন ১০ লক্ষ ২ হাজার বর্গকিলোমিটার। মুদ্রা মিসরীয় পাউণ্ড। মিসর আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত। পূর্বে ইসরাঈল, আকাবা উপসাগর ও লোহিত সাগর, দক্ষিণে সুদান, পশ্চিমে লিবিয়া, উত্তরে ভূমধ্যসাগর।

মৌরিতানিয়া

রাজধানী নোয়াকট। লোকসংখ্যা ২ কোটি ২২ লক্ষ। ভাষা আরবী ও ফারসী। মুদ্রা ওগুইয়া। আয়তন–১০ লক্ষ ৩০ হাজার ৭

শত বর্গকিলোমিটার। মৌরিতানিয়ার পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর, উত্তরে পশ্চিম সাহারা, উত্তর-পূর্বে আলজেরিয়া, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে মালি, দক্ষিণে সেনেগাল।

লেবানন

রাজধানী বৈরুত। লোকসংখ্যা প্রায় ২৮ লক্ষ। সরকারী ভাষা আরবী। তবে ফরাসী ও ইংরেজী ভাষাও প্রচলিত আছে। মুদ্রা লেবাননী পাউণ্ড। আয়তন ১০ হাজার ৪ শত ৫২ বর্গকিলোমিটার। দেশটি এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। উত্তর ও পূর্বে সিরিয়া, পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণে ইসরাঈল।

লিবিয়া

রাজধানী ত্রিপোলী। লোকসংখ্যা ১৯৮৬ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ৩৯ লক্ষ ৬০ হাজার। ভাষা আরবী। মুদ্রা দীনার। আয়তন ১৭ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫ শত ৪০ বর্গকিলোমিটার। লিবিয়া আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত। উত্তরে ভূমধ্যসাগর, পূর্বে মিসর ও সুদান, দক্ষিণে শাদ ও নাইজার, পশ্চিমে আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়া।

সংযুক্ত আরব আমিরাত

রাজধানী আবুধাবী। লোকসংখ্যা প্রায় ১৮ লক্ষ। ভাষা আরবী। মুদ্রা দিরহাম। আয়তন ৮৩ হাজার ৬ শত ৫৭ বর্গকিলোমিটার। এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে সংযুক্ত আরব আমীরাত অবস্থিত। উত্তরে পারস্য উপসাগর, পূর্বে ওমান উপসাগর ও ওমান, দক্ষিণে সৌদি আরব এবং পশ্চিমে কাতার।

সিরিয়া

রাজধানী দামিশ্‌ক। লোকসংখ্যা প্রায় ১ কোটি। ভাষা আরবী। মুদ্রা পাউণ্ড। আয়তন ১ লক্ষ ৮৪ হাজার ৫০ বর্গকিলোমিটার। সিরিয়ার উত্তরে তুরস্ক, পূর্বে ইরাক, দক্ষিণে জর্দান, পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর।

সিয়েরে লিওন

রাজধানী ফ্রিটাউন। লোকসংখ্যা ৪৫ লক্ষ। সরকারী ভাষা ইংরেজী। মুদ্রা লিওন। আয়তন ৭২ হাজার ৩ শত ৩৮ বর্গকিলো-মিটার। দেশটি আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত।

সুদান

রাজধানী খার্তুম। লোকসংখ্যা ২ কোটি ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার। ভাষা আরবী। মুদ্রা সুদানী পাউণ্ড। আয়তন ২৫ লক্ষ ৫ হাজার ৮ শত ১৫ বর্গকিলোমিটার। সুদানের উত্তরে মিসর, ইথিওপিয়া ও লোহিত সাগর, দক্ষিণে উগাণ্ডা ও জায়ার, পশ্চিমে শাদ।

সেনেগাল

রাজধানী ডাকার। লোকসংখ্যা প্রায় ৭৯ লক্ষ। সরকারী ভাষা ফরাসী। মুদ্রা ফ্রাংক। আয়তন ১ লক্ষ ৯৬ হাজার ১ শত ৯১ বর্গকিলোমিটার। দেশটি আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত।

সোমালিয়া

রাজধানী মুগাদিসু। লোকসংখ্যা ১৯৮৮ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ৬২ লক্ষ ৬০ হাজার। ভাষা সোমালি। মুদ্রা সোমালি শিলিং। আয়তন ৬ লক্ষ ৩৭ হাজার ৬ শত ৫৭ বর্গকিলোমিটার।

সোমালিয়ার উত্তরে এডেন উপসাগর, পূর্ব ও দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে কেনিয়া, ইথিওপিয়া ও জিবুতি।

সৌদি আরব

রাজধানী রিয়াদ। ১৯৮৮ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী লোকসংখ্যা ১ কোটি ৭৪ লক্ষ। ভাষা আরবী। মুদ্রা রিয়াল। আয়তন ২২ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। সৌদি আরব এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত। আরব উপদ্বীপের ৭০ ভাগ এলাকা জুড়ে সৌদি আরব। দেশটির পশ্চিমে লোহিত সাগর, পূর্বে পারস্য উপসাগর ও সংযুক্ত আরব আমীরাত, উত্তরে জর্দান, ইরাক ও কুয়েত এবং দক্ষিণে ইয়েমেন ও ওমান।

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অন্যান্য এলাকা

স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো ছাড়াও পৃথিবীতে অনেকগুলো এলাকা রয়েছে, যেখানে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এর মধ্যে অনেক এলাকাই এক সময় মুসলমান শাসনাধীনে ছিল। নানা কারণে আজ তারা পরাধীন হলেও তাদের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা নতুন করে দেখা দিয়েছে। কোন কোন দেশ স্বাধীনতার জন্য মরণপণ লড়াইও চালিয়ে যাচ্ছে। এসব এলাকার বেশীর ভাগই সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীনে ছিলো। ১৯৯১ সালের ২৫ ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সেখানে ৬টি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলো হচ্ছে কাযাকিস্তান, উযবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, কিরগিযিস্তান, আজারবায়যান ও তুর্কমেনিস্তান। এছাড়া রাশিয়ার অধীনে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলো হচ্ছে চেচনিয়া, বাসকিরিস্তান, তাতারিস্তান, উদমোরাদ, চুবাস,

মুরডুবিয়া, মারি, ক্রিমিয়া, দাগেস্তান, ইংগোসেতিয়া ও উত্তর অসেতিয়া। এগুলো সবই রাশিয়ার অধীনে পৃথক পৃথক রাজ্য।

চেচনিয়া

রাজধানী গ্রোজনী। লোকসংখ্যা ১২ লক্ষ ৮৯ হাজার ৭ শত। প্রায় সবাই মুসলমান। ভাষা রুশ ও চেচেন। আয়তন ৯ হাজার ৬ শত বর্গকিলোমিটার। দেশটি রাশিয়ার দক্ষিণে ককেসাস পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত। স্বাধীনতার জন্য দেশটি রাশিয়ার বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই করে যাচ্ছে। রুশ সরকার দেশটিকে সীমিত স্বায়ত্তশাসন প্রদানের অংগীকার করেছে।

বাসকিরিস্তান

রাজধানী উফা। লোকসংখ্যা ৪৫ লক্ষ ৫ শত। শতকরা ৬২ ভাগ মুসলমান। আয়তন ১ লক্ষ ৪৪ হাজার বর্গকিলোমিটার। রাশিয়ার অধীনে প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ একটি প্রজাতন্ত্র। প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে খনিজ তেল প্রধান।

তাতারিস্তান

রাজধানী কাজান। লোকসংখ্যা ২৫ লক্ষ। শতকরা ৫২ ভাগ মুসলমান। বাসকিরিস্তানের পার্শ্ববর্তী প্রজাতন্ত্র।

উদমোরাদ

লোকসংখ্যা ১৪ লক্ষ। শতকরা ৫৬ ভাগ মুসলমান। তাতারিস্তানের পার্শ্ববর্তী প্রজাতন্ত্র।

চুভাস

লোকসংখ্যা ১৫ লক্ষ। শতকরা ৬০ ভাগ মুসলমান। তাতারিস্তানের পার্শ্ববর্তী প্রজাতন্ত্র।

মরডুরিয়া

লোকসংখ্যা ৭ লক্ষ ৫০ হাজার। শতকরা ৫৩ ভাগ মুসলমান। তাতারিস্তানের পার্শ্ববর্তী প্রজাতন্ত্র।

মারি

রাজধানী জুসকারওলা। লোকসংখ্যা ১৫ লক্ষ। মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৫৬ ভাগ।

ক্রিমিয়া

কৃষ্ণসাগরের একটি উপদ্বীপ রাজ্য। বর্তমানে দেশটি ইউক্রেনের অধীনে। লোকসংখ্যা ৩০ লক্ষ। মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৫৪ ভাগ। জাতিসত্তার দিক থেকে এরা ক্রিমিয়ান তাতার। ১৯২২ সালের আগে ক্রিমিয়া একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র ছিল।

দাগেস্তান

রাজধানী দারবন্দ। আয়তন ৫০ হাজার বর্গকিলোমিটার। লোকসংখ্যা ২০ লক্ষ। শতকরা ৮৫ ভাগ মুসলমান। দাগেস্তানের দারবন্দর শহরে ৬৪৬ সালে ইসলাম ধর্মের প্রচার শুরু হয়।

ইংগোসেতিয়া

রাজধানী নাজরান। লোকসংখ্যা ৩ লক্ষ। শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমান। আয়তন ৪৭ হাজার বর্গকিলোমিটার। চেচনিয়ার পার্শ্ববর্তী প্রজাতন্ত্র। দেশটিকে ওআইসি পর্যবেক্ষকের মর্যাদা দিয়েছে।

উত্তর অসেতিয়া

রাজধানী ভল্‌াদিকাফকাস। লোকসংখ্যা ৭ লক্ষ। দেশটির শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমান।

চীনের মুসলিম প্রধান এলাকা

চীনে প্রায় ১০০ কোটি লোকের বাস। তন্মধ্যে কারো কারো মতে মুসলিম জনসংখ্যা ১০ কোটি। কেউ কেউ এখানে মুসলিম জনসংখ্যা ৩ কোটি ৫০ লক্ষ বলে মনে করেন। তন্মধ্যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা হচ্ছে জিংজিয়াং। চীনের অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। আয়তন ১১ লক্ষ ২৯ হাজার ২ শত ৩০ বর্গকিলোমিটার। ১৯৭৬ সালের হিসাব অনুযায়ী লোকসংখ্যা ৭৬ লক্ষ। লোকসংখ্যার শতকরা ৮২ ভাগ মুসলমান। ইসলামের প্রাথমিক যুগে খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে সাহাবাগণের দ্বারা এ অঞ্চলে ইসলামের আগমন ঘটে।

কাশ্মীর

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি বিরোধপূর্ণ রাজ্য কাশ্মীর। লোকসংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ। মুসলিম জনসংখ্যা শতকরা ৮০ ভাগ। আয়তন ২ লক্ষ ২২ হাজার ২ শত ২৩ বর্গকিলোমিটার। গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রীনগর, শীতকালীন রাজধানী জম্মু।

ফিলিপাইনের মিন্দানাও অঞ্চল

ফিলিপাইনের কতগুলো প্রদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। সমগ্র ফিলিপাইনে মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ। এর মধ্যে দক্ষিণাঞ্চলীয় দ্বীপ মিন্দানাও, সুলু দ্বীপপুঞ্জ ও পালোয়ন দ্বীপসহ ১৩টি প্রদেশ মুসলিম অধ্যুষিত।

মায়ানমারের আরাকান

মায়ানমার–এর পূর্ব নাম বার্মা। বাংলাদেশ সীমান্তের পূর্ব–দক্ষিণে দেশটি অবস্থিত। মায়ানমারের আরাকান একটি প্রদেশ। আরাকান মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ।

থাইল্যাণ্ডের পাতানি

থাইল্যাণ্ড এশিয়া মহাদেশের একটি সমৃদ্ধশালী দেশ। থাইল্যাণ্ডের পাতানি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি এলাকা।

ইউরোপ মহাদেশ

ইউরোপে বসনিয়া-হার্জেগোভিনা ছাড়াও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা হচ্ছে মেসিডোনিয়া, সানজাক ও ভজবোদিনা। ভজবোদিনা একটি মুসলিম সংখ্যা-গরিষ্ঠ রাষ্ট্র হলেও এটি ইসলামী সম্মেলন সংস্থাভুক্ত হয়নি।

কসভো

যুগোস্লাভিয়ার একটি প্রদেশ। প্রদেশটির মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম।

সানজাক

সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রো প্রজাতন্ত্রের একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূখণ্ড।

ভজবোদিনা

সানজাকের পার্শ্ববর্তী একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূখণ্ড।

আবখাজিয়া

রাজধানী সুখুমী। লোকসংখ্যা ১০ লক্ষ। লোকসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগ মুসলমান। আয়তন ৮৬ হাজার বর্গমাইল। সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে দেশটি জর্জিয়া থেকে স্বাধীন হলেও এখনো কোন দেশের স্বীকৃতি পায়নি।

ইথিওপিয়া

আফ্রিকা মহাদেশের পূর্বাঞ্চলীয় একটি দেশ। রাজধানী আদ্দিস আবাবা। লোকসংখ্যা আনুমানিক ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ। লোকসংখ্যার শতকরা ৪৫ ভাগ মুসলমান ও ৪০ ভাগ খৃষ্টান। অথচ দেশের রাজনীতি ও প্রশাসনে মুসলমানদের কোন অংশ গ্রহণ নেই। কিছুদিন আগে ইথিওপিয়া থেকে মুসলিম প্রধান ইরিত্রিয়া অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

ইরিত্রিয়া

লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত ইথিওপিয়ার অধীনস্থ মুসলিম দেশ। আয়তন ৪৮ হাজার ৩৫০ বর্গকিলোমিটার। লোকসংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ। লোকসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগ মুসলমান।

জাঞ্জিবার (পূর্বনাম তাঞ্জানিয়া)

১৯৮৫ সালের তথ্যানুযায়ী দেশের মূল ভূখণ্ডে মুসলিম জনসংখ্যা শতকরা ৬০ ভাগ। অথচ ইউরোপ ও পশ্চিমা বিবরণগুলোতে তাঞ্জানিয়ার মাত্র ২০ শতাংশ জনগণকে মুসলিম হিসেবে দেখানো হয়েছে। তাঞ্জানিয়া বা জাঞ্জিবারের বর্তমান জনসংখ্যা ২ কোটি ৮০ লক্ষ। দেশটির আয়তন ৯ লক্ষ ৪৫ হাজার ৮৭ বর্গকিলোমিটার। রাজধানী দারেস সালাম। মুদ্রা শিলিং। সরকারী ভাষা ইংরেজী। ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় একটি দেশ জাঞ্জিবার। দেশটির উত্তর ও পূর্বে কেনিয়া, উত্তরে ভিক্টোরিয়া হ্রদ ও উগাণ্ডা, উত্তর-পশ্চিমে রুয়াণ্ডা ও বুরুণ্ডি।

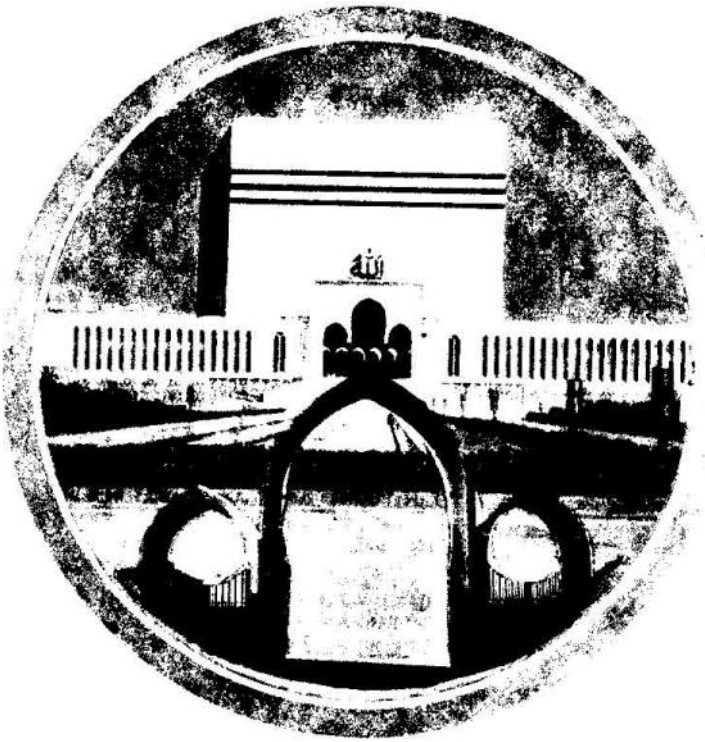

জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররম

বাংলাদেশে ইসলাম

সূচনা

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী/হিজরী ১৩-২৪

আরব দেশে ইসলামের প্রচার শুরু হওয়ার প্রথম দিকেই বাংলাদেশে এর খবর এসে পৌঁছে আরব বণিকদের মাধ্যমে। মূলত হযরত উমর (রা)–এর খিলাফতকালে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক–ভাবে ইসলাম প্রচার সূচিত হয়। এই সময় কয়েকজন ইসলাম প্রচারক বাংলাদেশে আসেন। এঁদের নেতা ছিলেন হযরত মামুন ও হযরত মুহায়মিন। দ্বিতীয়বার প্রচার করতে আসেন হযরত হামেদ উদ্দীন, হযরত হোসেন উদীন, হযরত মুর্তযা, হযরত আবদুল্লাহ ও হযরত আবু তালিব। এ রকম পাঁচটি দল পর পর বাংলাদেশে আসে। তাঁদের সংগে কোন অস্ত্রশস্ত্র বা বই–কিতাবও থাকত না। তাঁরা রাজক্ষমতার সাহায্যও নিতেন না। তাঁদের প্রচার পদ্ধতির একটা উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি ছিল এই যে, তাঁরা এ দেশে প্রচলিত ভাষার মাধ্যমেই ইসলাম প্রচার করতেন। অল্প সংখ্যক হলেও সত্যিকার মুসলমান তৈরি করা তাঁদের লক্ষ্য ছিল। এঁরা গ্রামে বাস করতেন এবং সফর করে ইসলাম প্রচার করা এঁদের প্রধান কাজ ছিল। এরপর আরও দল মিসর ও পারস্য থেকে বাংলাদেশে আসে। এঁদের বলা হত 'আবিদ'। এঁরা বিভিন্ন স্থানে খানকা বা প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করে ধর্ম প্রচার কার্য চালিয়ে যেতেন।

অষ্টম ও দশম শতাব্দী

এ সময়কালে ইসলাম প্রচারের বিস্তৃত ইতিহাস পাওয়া যায় না। অষ্টম শতাব্দীর খলীফার নামাংকিত মোহর প্রত্নতাত্ত্বিক খননে বাংলাদেশে পাওয়া গিয়েছে। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক সহ

বহু গবেষক মনে করেন, তৎকালে এ অঞ্চলে বহু মুসলিম প্রচারক এসেছিলেন।

৮৭৪ খৃষ্টাব্দের দিকে হযরত বায়েজিদ বোস্তামী রহমাতুল্লাহি আলায়হি চট্টগ্রামে তশরীফ আনেন বলে জানা যায়।

১০৪৭ খৃষ্টাব্দের দিকে মাহমুদ মাহী সাওয়ার মহাস্থানগড় এলাকায় ইসলাম প্রচারের জন্য তশরীফ আনেন।

১০৫৩ খৃষ্টাব্দের দিকে শাহ্ মুহাম্মদ সুলতান রূমী (র) বৃহৎ ময়মনসিংহ এলাকার নেত্রকোনা অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেন। নেত্রকোনার মদনপুরে তাঁর মাযার আজও বিদ্যমান।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে হযরত বাবা আদম শহীদ বৃহৎ ঢাকার রামপাল এলাকায় ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেন। জানা যায় রাজা বল্লাল সেনের সংগে এক যুদ্ধে তিনি শহীদ হয়ে এই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারের পথ উন্মুক্ত করে দেন।

প্রায় একই সময় হযরত ফরীদ উদ্দীন গঞ্জে শকর ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামে এসেছিলেন বলে জানা যায়।

হযরত শাহ্ মখদুম রূপোস রাহশাহী অঞ্চলে ইসলাম প্রচার কার্যে নিয়োজিত ছিলেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দী

হযরত মখদুম শাহ্ মাহমুদ গজনবী তাঁর ১৭ জন সংগীসহ পশ্চিমবংগের মোংগলকোট অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। প্রায় এই সময়েই শাহ তুরকান শহীদ বগুড়া অঞ্চলে ও শাহ্ তাকীউদ্দীন আরাবী রাজশাহী জেলার মহীসন্তোষ এলাকায় ইসলামী শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা

করেন। এ সময় হযরত জালাল উদ্দীন তাবরিযী পান্ডুয়া এলাকায় ইসলাম প্রচার কার্য চালান।

১২০১ খৃষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজিত হয়। তিনি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। এ মাদ্রাসাগুলোতে ইসলাম ও রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করা হতো।

শাহ নিয়ামতুল্লাহ বুতশিকন রহমাতুল্লাহি আলায়হি মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বেই ঢাকা অঞ্চলে আগমন করেছিলেন।

১২১৩-২৬ খৃষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ তাঁর রাজত্বকালে মুসলিমদের ধর্মীয় প্রেরণার উৎস ছিলেন।

১২২৬-২৮ খৃষ্টাব্দে লাখনৌতির শাসনকর্তা নাসির উদ্দীন মাহমুদ ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন।

১২৪০-৭০ খৃষ্টাব্দে হযরত মখদুম শাহ দৌলত শরীফ পাবনা জেলা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইসলাম প্রচার করেছিলেন।

১২৭১ খৃষ্টাব্দে বাংলার শাসনকর্তা মুগীসুদ্দীন তুগরল খানও ইসলাম প্রচারে উৎসাহ প্রদান করেন। একবার কেবল এ উদ্দেশ্যে তিনি পাঁচ মণ স্বর্ণ দান করেছিলেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিকে হযরত শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা তৎকালীন বাংলার রাজধানী সোনার গাঁয়ে হাদীস শিক্ষার প্রসার ঘটান এবং সেখানে একটি উচ্চমানের মাদ্রাসা, খানকা ও লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা করেন। শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামার ছাত্র শেখ শরফুদ্দীন ইয়াহিয়া মানেরী ব্যাপকভাবে ইসলামী শিক্ষার প্রসার ঘটান।

হযরত শাহ সূফী শহীদ হুগলী অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।

উলুঘই আজম জাফর খাঁ গাযী উত্তর ও দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের ইসলাম প্রচারে অবদান রাখেন।

চতুর্দশ শতাব্দী

১৩০২-২২ খৃষ্টাব্দে সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ তাঁর শাসনামলে ইসলাম প্রচারকে একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরই আমলে হযরত শাহ জালালের আগমন ঘটে ও সিলেট মুসলিম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

সৈয়দ নাসির উদ্দীন শাহ নেকমর্দান বরেন্দ্র অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।

হযরত শাহ জালাল ও তাঁর তিনশ ষাট জন অনুগামী পূর্ববঙ্গ ও আসামের পশ্চিমাংশে ইসলাম প্রচারে বিপুল অবদান রাখেন।

সৈয়দ আহমদ কল্লাহ শহীদ এ সময় কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। হযরত শাহ জালালের সমসাময়িক সৈয়দ হাফেজ মৌলানা আহমদ তান্দুরী ওরফে মিরান শাহ নোয়াখালী জেলায় ইসলাম প্রচারে সর্বাধিক অবদান রাখেন।

১৩০৫-৫০ খৃষ্টাব্দে প্রখ্যাত আলিম মাওলানা আতা দিনাজপুর জেলায় ইসলাম প্রচার করেন।

মখদুম শাহ জালালুদ্দীন জাহাঁগাশত বুখারী রংপুর জেলায় ইসলাম প্রচার করেন।

সায়্যিদ আব্বাস আলী মক্কী ও তাঁর বোন রওশন আরা বাংলার দক্ষিণাংশ, বিশেষ করে, চব্বিশ পরগনা ও খুলনা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।

শেখ আখি সিরাজউদ্দীন তৎকালীন বাংলার কেন্দ্রভূমি গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় ইসলাম প্রচার করেন। সে সময়ে তাঁর শাগরিদ শেখ আলাওল হকও ইসলাম প্রচারে বিশেষ অবদান রাখেন। তিনি পাণ্ডুয়ায় দরিদ্রদের জন্য একটি লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা করেন।

শেখ আলাওল হক-এর প্রসিদ্ধ শাগরিদ সায়্যিদ আশরাফ জাহাংগীর সিমনানী ও হোসেন জুক্কারপুশ ও অন্যতম আলিম

শেখ বদরুল ইসলাম শহীদ সে সময়ে ইসলাম প্রচারে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।

১৩৩৮–৫০ খৃষ্টাব্দে সোনারগাঁও–এর সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ তাঁর রাজত্বকালে মুসলিম দরবেশগণকে ইসলাম প্রচারে সহায়তা দান করেন।

শাহ বদরুদ্দীন আল্লামা চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। এ সময় কাঙাল পীর, শাহ মোল্লা মিসকিন, শাহ নূর, শাহ আশরাফ কাবুল, শাহ বান্দারী শাই, শাহ মোবারক আলী প্রমুখ দরবেশ চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

১৩৪২–৫৮ খৃষ্টাব্দে সায়্যিদ রিজা ইমাম ইয়াযানী উত্তরবংগের একজন প্রতিভাশালী ইসলাম প্রচারক ছিলেন।

১৩৪২–৯১ খৃষ্টাব্দে লাখনৌতির সুলতান সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ও তাঁর পুত্র সিকান্দার শাহ ইসলাম প্রচারে বিশেষ সহযোগিতা করেন। শেষোক্ত জনের সময় পান্ডুয়ায় বিখ্যাত আদিনা মসজিদ নির্মিত হয়।

১৩৫১–৮৮ খৃষ্টাব্দে হযরত শাহরাসতি ও তাঁর সমসাময়িক শাহ্ মুহাম্মদ বাগদাদী কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলায় ইসলাম প্রচার করেন।

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী

১৩১৯–১৪১০ খৃষ্টাব্দে সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ্ তাঁর রাজ্যে ইসলামী ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হযরত নূর কুতব–উল আলম ছিলেন তাঁর সহপাঠি। তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে মক্কার উম্মে হানী ফটকে এবং মদীনার বাবুস সালাতে দুটি মাদ্রাসা নির্মাণ করেন এবং মক্কাতে একটি সরাইখানা ও আরাফাতে একটি খাল খনন করেন।

১৩৫০-১৪৪৭ খৃষ্টাব্দে হযরত নূর কুতব-উল আলম রহমাতুল্লাহি আলায়হি বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি তাঁর খানকার সংগে একটি বিরাট লঙ্গরখানা পরিচালনা করতেন। এ সময় শেখ আনোয়ার শহীদ ও শেখ অহিদ প্রসিদ্ধ ইসলাম প্রচারক ছিলেন। তিনি বাংলা ও ফারসী মিশ্রিত কবিতা রচনা করে বাংলা কবিতায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন।

চতুর্দশ শতকের শেষ

১৪১৮-৩৩ খৃষ্টাব্দে হযরত সায়্যিদুল আরেকীন পটুয়াখালী জেলায় ও শাহ্ লংগর ঢাকা এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন।

হযরত কুতব-উল আলমের প্রেরণায় রাজা গণেশের পুত্র যদু ইসলামে বায়'আত হন ও জালালুদ্দীন নাম ধারণ করে মসনদে আরোহণ করেন। তিনি বাংলায় বর্ণ হিন্দুদের মুসলিম-বিরোধী চক্রান্ত বানচাল করে দেন। তাঁর শাসনামলে বহু পৌত্তলিক ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি গৌড়ে একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। তিনি 'খলীফাতুল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করেন ও মুদ্রায় পবিত্র কলেমা উৎকীর্ণ করেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ

শেখ জয়নুদ্দীন বাগদাদী ও চিচিল গাযী রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

১৪৫৫-৭৬ খৃষ্টাব্দে সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহ একজন বিজ্ঞ আলিম ছিলেন। তিনি তাঁর রাজত্বকালে ইসলামী শাসন বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছিলেন।

১৪৩৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে হযরত খান জাহান আলী ও তাঁর শাগরিদগণ যশোর, খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে বিপুল অবদান রাখেন।

হযরত বদরুদ্দীন বদরে আলম শাহিদী বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। শাহ মজলিস বর্ধমান অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।

হযরত নূর কুতব-উল আলমের সুযোগ্য খলীফা হযরত শেখ হুসামুদীন মানিকপুরী এদেশে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার করেন।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী ১৪৮২-১৫০৬ খৃষ্টাব্দ

হাজী বাবা সালেহ নারায়ণগঞ্জে ইসলাম প্রচার করেন। শাহ সাল্লাহ সোনারগাঁও অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।

হযরত শাহ্ আলী বাগদাদী ফরিদপুর ও ঢাকা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।

১৪৯৩-১৫১৯ খৃষ্টাব্দে হযরত একদীল শাহ্ সুলতান হোসেন শাহের আমলের প্রথম দিকে চব্বিশ পরগনা জেলায় ইসলাম প্রচার করেন।

সুলতান হোসেন শাহ্ নিজেও ইসলাম প্রচারের জন্য বহু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

১৫১৯-৪৫ খৃষ্টাব্দে শাহ মুয়াজ্জেম দানিশমন্দ সুলতান নাসিরুদ্দীন নুসরত শাহের আমলে রাজশাহী অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। সুলতান নাসিরুদ্দীন নুসরাত শাহ্ অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ সুলতান ছিলেন। তিনি গৌড়ে অনেকগুলো মসজিদ নির্মাণ করেন। এ সময় সম্রাট শেরশাহও এদেশে ইসলাম প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য-সহযোগিতা দান করেন।

১৫৫৬-১৬০৬ খৃষ্টাব্দে হযরত শাহ্ জামাল জামালপুর অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন এবং তাঁর নামানুসারে এলাকার

নাম হয় জামালপুর। এ সময়ে হাজী বাহরাম সাক্কা পশ্চিম বঙ্গে ইসলাম প্রচার করেন। খাজা শরফুদ্দীন ওরফে খাজা চিশতী বেহেশতী ঢাকায় ইসলাম প্রচার করেন।

ষোড়শ-ঊনবিংশ শতাব্দী

১৫৬৩-৭২ খৃষ্টাব্দে আফগান সুলতান সুলায়মান ফারুকী ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে আলিম ও সূফীগণের বিপুলভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেন ও শরীয়তের বিধান কার্যকর করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

১৫৭৬-১৭২৭ খৃষ্টাব্দে মোগল শাসনামলে ইসলাম খান, শায়েস্তা খান, বিশেষ করে জিন্দাপীর সম্রাট আওরংগজেবের আমলে ইসলাম প্রচার ও কুসংস্কার দূরীকরণে সর্বাত্মক উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই সময়ে শাহ জামান কাশ্মিরী ইসলাম প্রচারের জন্য টাংগাইলের সন্তোষ এলাকায় তশরীফ আনেন।

১৬৫৯-১৭০০ খৃষ্টাব্দের এ সময়কালে কাযী মুয়াককিল ও শাহ নিয়ামতুল্লাহ এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।

নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁ ধর্মপ্রাণ ছিলেন ও ইসলামের একজন একনিষ্ঠ সেবক ও উৎসাহী প্রচারক ছিলেন। তাঁর সময় এই অঞ্চলে ইসলামী চেতনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

১৭১৫ খৃষ্টাব্দে খাজা আনোয়ার শাহ শহীদ বর্ধমান, মাওলানা শাহ্ আবদুর রশীদ ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে বাংলায় মুসলিম রাজত্বের পতন ঘটে। বাংলার স্বাধীনতা সূর্য লুপ্ত হয়ে যায়।

১৭৬৩-৮৭ খৃষ্টাব্দ

ফকীর মজনু শাহ্ উত্তর ও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে স্বাধীনতাকামীদেরকে সংগঠিত করেন ও বৃটিশ বিরোধী ফকীর

আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেন। হাজী মুহাম্মদ মুহসিন এ যুগে মুসলিম শিক্ষার জন্য তাঁর সমুদয় সম্পত্তি ওয়াকফ করেন।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মাদ্রাসাই আলীয়া মাদ্রাসা নামে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। আলীয়া মাদ্রাসা থেকে বহু ব্যক্তি শিক্ষা লাভ করে মশহুর আলিম হয়েছেন।

১৭৭৯-১৮৩১ খৃষ্টাব্দ

শহীদ সায়্যিদ আহমদ বেরেলভী (র) ইসমাঈল শহীদের নেতৃত্বে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (১৭০৩-৬৪)-এর বৈপ্লবিক কর্মসূচী অনুসারে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জিহাদী আন্দোলন হয়।

বালাকোটের যুদ্ধে বহু বাঙালী মুজাহিদ শাহাদত বরণ করেন। বাঁশের কেল্লার নায়ক সায়্যিদ নিসার আলী তিতুমীর ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে শহীদ হন।

এ সময় হাজী শরীয়তুল্লাহ ও তাঁর ছেলে মুহসিন উদ্দীন দুদু মিয়ার নেতৃত্বে ফরায়েজী আন্দোলন বাংলার মুসলিম সমাজে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করে ও এতে বহু কুসংস্কারের মূলোৎপাটন সম্ভব হয়।

১৮০০-১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ

শহীদ সায়্যিদ আহমদ বেরেলভীর শাগরিদ মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী বিদ'আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ইসলামী শিক্ষা প্রসারে বিপুল অবদান রাখেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী জনতার এক মহাবিপ্লবের মাধ্যমে আযাদীর লড়াই সংঘটিত হয়

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দী

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও এর প্রভাবে বাঙালী মুসলিম সমাজে ধর্মীয় জাগরণে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বাঙালী মুসলিম সমাজে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করে।

এ যুগে হাজী মুহাম্মদ মুহসিন, নওয়াব আবদুল লতীফ, সায়্যিদ আমীর আলী, মাওলানা শাহ আবদুল করিম, মুনশী মুহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, নওয়াব স্যার সলীমুল্লাহ প্রমুখ মুসলিম জাগরণে অনন্য অবদান রাখেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে মুসলিম প্রধান পূর্ব বাংলা প্রদেশ রূপে গণ্য হয়। এর রাজধানী হয় ঢাকা।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় অনুষ্ঠিত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে নবাব সলীমুল্লাহর প্রস্তাবক্রমে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠিত হয়।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ হয় এবং ঢাকা থেকে রাজধানী চলে যায় কলকাতায়।

১৯১৯–২৪ খৃষ্টাব্দে মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলীর নেতৃত্বে খিলাফত আন্দোলন সংঘটিত হয়।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে পূর্বাঞ্চলের জনগণ ও মুসলিম নেতৃবৃন্দের দাবীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯২০–৪৭ খৃষ্টাব্দ

এ যুগে ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, মহাকবি কায়কোবাদ, নওয়াব আলী চৌধুরী, মৌলভী মুজিবুর রহমান, মুনশী জমির-উদ্দীন, শেখ আবদুর রহীম, শেখ আবদুল জব্বার, মীর মোশাররফ হোসেন, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, কাজী এমদাদুল হক,

নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, ফজলুল হক সেলবর্সী, বেগম রোকেয়া, কবি কাজী নজরুল ইসলাম, কবি গোলাম মোস্তফা, অধ্যক্ষ ইবরাহীম খাঁ, মাওলানা আকরম খাঁ, করটিয়ার চাঁদ মিয়া, মাওলানা আবু নছর ওহীদ, ফুরফুরার পীর মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী, মওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী, মাওলানা রুহুল আমিন, মাওলানা তোয়াজ উদ্দীন আহমদ, শাহ আবু নঈম, সায়্যিদ আবদুর রব, মাওলানা নেসার উদ্দীন আহমদ, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা ভাসানী, হাবিবুল্লাহ বাহার, আবুল হাশিম, খাজা নাজিমুদ্দীন, শামসুল উলামা মাওলানা বেলায়েত হোসাইন, মাওলানা সিদ্দিক আহমদ, মাওলানা সফি উল্লাহ, ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, মুফতি মাওলানা দীন মোহাম্মদ, মাওলানা মোয়েজ্জদ্দীন হামিদী, মাওলানা মুশাহিদ, মাওলানা আহম্মদ আলী এনায়েতপুরী, মাওলানা শামসুল হক পাঁচবাগী, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আব্বাস উদ্দীন, কবি ফররুখ আহমদ প্রমুখ সাহিত্যিক, সমাজ হিতৈষী, রাজনীতিবিদ ও মনীষীর মাধ্যমে ইসলামী চেতনার নব জাগরণ হয়। এছাড়া খাদেমুল ইনসান সমিতি, জমিয়তে ওলামায়ে বাংলা ও আসাম, কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, সওগাত, বুলবুল, কোহিনুর, মোহাম্মদী, মোসলেম ভারত, নবযুগ, সুলতান, ছুন্নত আল জামাত, শরীয়তে ইসলাম, হানাফী, ইত্তেহাদ, আল-ইসলাম, আল-ইসলাহ, দৈনিক আজাদ প্রভৃতি সংস্থা ও পত্রিকার অবদানও অনস্বীকার্য।

১৯৪৭-৭০ খৃষ্টাব্দ

১৯৪৭ পূর্বকালে যে সব ব্যক্তিত্ব এতদঞ্চলে ইসলামী চেতনা সৃষ্টিতে অবদান রাখেন তাঁদের অনেকেই '৪৭ পরবর্তীকালেও যথেষ্ট অবদান রেখেছেন।

এ ছাড়া হযরত মাওলানা আতাহার আলী, মুফতী আমিমুল এহসান, মাওলানা তাজুল ইসলাম, মৌলবী তমিজুদ্দীন খান, এস. ওয়াজেদ আলী, ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, আশরাফ উদ্দীন চৌধুরী, মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, মুফতী আবদুল ময়েজ, মাওলানা আবদুল ওয়াহ্হাব পীরজী হুজুর, মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর, সাইয়্যেদ আবদুল আহাদ আল মাদানী, মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান, মাওলানা সাখাওয়াতুল আম্বিয়া, মাওলানা ফজলুল করীম, মাওলানা আলাউদ্দীন আল-আজহারী, ডক্টর হাসান জামান প্রমুখ চিন্তাবিদ ও মনীষী এ অঞ্চলে মুসলিম জাগরণে বিভিন্নভাবে অবদান রাখেন।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়

১৯৪৭ সালে ইসলামের নামে পাকিস্তানের সৃষ্টি হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের আদর্শ শাসকদের মধ্যে ছিল না। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব বাংলার জনগণ নানা বৈষম্যের শিকারে পরিণত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানীদের এই বৈষম্য নীতি অর্থ বন্টন, শিক্ষানীতি প্রণয়ন, চাকুরী প্রদান প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই চরম আকার ধারণ করে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর এর রাজধানী হয় প্রথমে করাচী, পরে রাওয়ালপিন্ডি, তারপর

ইসলামাবাদ। শাসন ক্ষমতায়ও ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের একচেটিয়া আধিপত্য। সেখানে পূর্ব বাংলার মানুষের বিশেষ কোন অধিকার ছিলো না। মূলত পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূর্ব বাংলাকে তাদের করদ রাজ্য বলেই মনে করত। পূর্ব বাংলার সম্পদ দিয়ে তারা অনুর্বর পশ্চিম পাকিস্তানকে সমৃদ্ধিশালী করে তোলার প্রয়াস চালায়। পাকিস্তান আমলের ২৩ বছরের ইতিহাস তাই পশ্চিম পাকিস্তানীদের পূর্ব বাংলার সম্পদ লুণ্ঠনের ইতিহাস। এ অঞ্চলের মানুষ যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, এ জন্য পশ্চিম পাকিস্তানীরা প্রথমেই চেয়েছিল তাদের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে।

১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬% অধিবাসীর ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা না দিয়ে উর্দু ভাষা পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে বলে ঘোষণা করেন। পূর্ব বাংলার সে সময়ের মুখ্য মন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দীন একজন উর্দুভাষী। তিনিও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোর বিরোধিতা করেন। এ অবস্থায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়ার দাবিতে সংগ্রাম পরিষদ আন্দোলন শুরু করে।

খাজা নাজিমুদ্দীন পূর্ব বাংলার মুখ্য মন্ত্রী থেকে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করেন। তিনি ১৯৫২ সালের ৩০শে জানুয়ারী গভর্নর জেনারেলের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ঢাকার এক জনসভায় ঘোষণা করেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' সাথে সাথে শুরু হল প্রতিবাদ-ছাত্র বিক্ষোভ, মিছিল আর শ্লোগান। ৫২-এর ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলার সর্বত্র হরতাল

পালনের সিদ্ধান্ত হলো। সরকার আন্দোলনকে দমন করার জন্য জারি করলেন ১৪৪ ধারা। ছাত্ররা ১৪৪ ধারা অমান্য করে মিছিল নিয়ে এগিয়ে চলল। ঢাকা মেডিকেল হোস্টেলের সামনে (এখন যেখানে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার) সশস্ত্র পুলিশের সাথে ছাত্রদের সংঘর্ষ বাঁধে। পুলিশ নিরস্ত্র ছাত্রদের উপর গুলী চালায়। ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত হয় মাতৃভাষার অধিকার আদায়ে সোচ্চার তরুণ ছাত্রদের বুকের রক্তে। শাহাদাত বরণ করেন সালাম, বরকত, জব্বার, রফিকসহ নাম না জানা আরো অনেকে। বাংলা ভাষার অধিকার আদায়ের আন্দোলনে বাঙালী জাতি জাতীয়তাবোধে ঐক্যবদ্ধ হয়। এই আন্দোলনের পথ ধরেই একদিন স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয়।

১৯৪৯ সালে ২৩শে জুন মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের অগণতান্ত্রিক আচরণের প্রতিবাদে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। এর সম্পাদক হন টাঙ্গাইলের শামসুল হক এবং অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক হন যুবনেতা শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৫৩ সালে মুসলিম লীগের স্বৈরাচারী আচরণের প্রতিবাদে মওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। ১৯৫৪ সালে নৌকাকে প্রতীক করে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে নামে। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। শেরে বাংলা ফজলুল হকের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। যুক্তফ্রন্টের এই বিজয় ছিলো পাকিস্তানী শাসকচক্রের বিরুদ্ধে এ অঞ্চলের মানুষের সুসংগঠিত রাজনৈতিক বিজয়। কিন্তু পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদীরা ৯২-ক ধারা জারি করে তা

বানচাল করে। ১৯৫৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তানকে 'আসসালামু আলাইকুম' জানিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজ বপন করেন।

১৯৬৬ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ৬ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে। এই ছয় দফাকে এ অঞ্চলের বঞ্চিত মানুষ মুক্তি সনদরূপে গ্রহণ করে। ফলে আওয়ামী লীগ একটি গণমুখী প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে।

শেখ মুজিবুর রহমানকে চিরতরে শেষ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে সামরিক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর বিরুদ্ধে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করে এবং তাঁকে কারাগারে আটক করা হয়। এতে শেখ মুজিবুর রহমান আরো জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

১৯৬৯ সালে সর্বাত্মক গণ-অভ্যুত্থান ঘটে। অভ্যুত্থান চলাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা আসাদ শহীদ হন। শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি পান। ২৩শে ফেব্রুয়ারি রমনা রেসকোর্স ময়দানে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে এক বিশাল গণ-সংবর্ধনা সভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে পূর্ব বাংলার ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে। পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিপলস পার্টি ১৪৪টি আসনের মধ্যে ৮৮টি আসন পান। কিন্তু সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবুর রহমানের চেয়ে ভুট্টোকেই বেশী গুরুত্ব দিতে থাকেন। নির্বাচনে বেশী আসন পাওয়া সত্ত্বেও ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করলেন না। ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদের

অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত করে দেয়া হলো। জেনারেল ইয়াহিয়ার এই ঘোষণার সাথে সাথে পূর্ব বাংলায় গণ-অসন্তোষ শুরু হলো। এই প্রেক্ষিতে ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। তিনি ঘোষণা করেন-'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তিনি আরও বলেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।' এমতাবস্থায় পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানী শাসন বিকল হয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন এ অঞ্চলের সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন।

তারপর ঘনিয়ে এলো ২৫শে মার্চের ভয়াল কালো রাত। ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের সাথে আলোচনা বন্ধ করে পশ্চিম পাকিস্তানে পালিয়ে গিয়ে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিশ্বাসঘাতক বলে পাকিস্তান রেডিওতে ঘোষণা করার সাথে সাথে শুরু হয়ে গেল হানাদার বাহিনীর আক্রমণ, হত্যাযজ্ঞ। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী রাতের অন্ধকারে হামলা চালালো ঘুমন্ত জনসাধারণের উপর। নারী-পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, মুটে-মজুর, ছাত্র-জনতা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত কেউ তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেল না। ঢাকার পথে প্রান্তরে শুধু মানুষের লাশ আর লাশ। ২৫শে মার্চের রাত ঢাকা এক মৃত্যুপুরীতে পরিণত হলো। সে রাতেই হানাদার বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে তাঁর ৩২ নম্বর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায় ।

পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর গণহত্যার প্রেক্ষিতে সারা জাতি রুখে দাঁড়াল। সর্বস্তরের মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ল মুক্তিযুদ্ধে। দীর্ঘ ৯

মাস সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত হলো বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমান। ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার-আলবদর ইসলামের দোহাই দিয়ে জঘন্য গণহত্যা ও ইসলাম বিরোধী অন্যান্য জঘন্য তৎপরতা চালিয়ে মারাত্মকভাবে ইসলামের ভাব মর্যাদা ক্ষুন্ন করে। কিন্তু ইসলাম শান্তি, কল্যাণ ও মানবতার ধর্ম। ইসলামের এ সুমহান আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং জনগণের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই কতিপয় সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এসে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক বিশাল জনসভায় ঘোষণা করেন, 'বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। ইসলামের অবমাননা আমি চাই না। আমি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতে চাই, এখানে ধর্মের নামে ব্যবসা চলবে না। ধর্মের নামে মানুষের সম্পদ লুট করে খাওয়া চলবে না।'

বর্তমানে যেখানে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, আগে এর নাম ছিল রেসকোর্স ময়দান। এখানে ঘোড়দৌড়ের মাধ্যমে জুয়া খেলার প্রচলন ছিল। বঙ্গবন্ধু এই ইসলাম বিরোধী প্রথা বন্ধ করে দেন এবং সারা রেসকোর্স ময়দানে গাছ লাগাবার নির্দেশ প্রদান

করেন। ইসলামে মদ হারাম। তিনি আইন করে এদেশে মদ পান ও এর বিক্রি নিষিদ্ধ করেন।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) সম্মেলনে যোগদান করে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের ভাবমূর্তি মুসলিম বিশ্বে-নেতৃবৃন্দের কাছে তুলে ধরেন।

ইসলামের প্রচার ও প্রসার কার্যক্রম বৃহত্তর পরিসরে জোরদার করার জন্য বঙ্গবন্ধু বায়তুল মুকাররম সোসাইটি ও ইসলামী একাডেমীকে একত্র করে ১৯৭৫ সালে এক অধ্যাদেশবলে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠান আজ দেশব্যাপী ইসলামের প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে।

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু ও সুসমন্বিত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু সরকার মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন।

ঢাকার অদূরে টংগীতে তুরাগ নদীর তীরে প্রতি বছর তাবলীগ জামাতের বিশ্ব এজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ মানুষের সমাবেশ ঘটে। এজতেমার এ স্থানটি বঙ্গবন্ধু তাবলীগ জামাতের জন্য নির্দিষ্ট করে দেন। ইসলামের দাওয়াতী কার্যক্রমকে আরো সুদূরপ্রসারী করার লক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত উদ্যোগে ঢাকার কাকরাইল মসজিদ ও এর সংলগ্ন জায়গা তাবলীগ জামাতের জন্য প্রদান করা হয়।

স্বাধীনতা উত্তরকালে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সময় উপযোগী বাস্তব কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করায় বাংলাদেশ সকল ধর্মাবলম্বী নাগরিকের নির আবাসভূমিতে পরিণত হয়।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের ঠিকানা

ঢাকা বিভাগ

পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়, ৩৯৮ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, টাংগাইল জেলা কার্যালয়, নিউ মার্কেট রোড, টাংগাইল।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, শাহ ফরিদ মাদ্রাসা ভবন, কোর্ট কম্পাউণ্ড, ফরিদপুর।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয়, ৫৭, কাজী নজরুল ইসলাম সড়ক, ময়মনসিংহ।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, জামালপুর জেলা কার্যালয়, জেলা স্কুল রোড, জামালপুর।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, কিশোরগঞ্জ জেলা কার্যালয়, সমবায় সমিতি ব্যাংক ভবন,কিশোরগঞ্জ।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, গোপালগঞ্জ জেলা কার্যালয়, ১২৭ ডি. সি. রোড, গোপালগঞ্জ।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, মাদারীপুর জেলা কার্যালয়, কলেজ রোড, মাদারীপুর।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, মানিকগঞ্জ জেলা কার্যালয়, শহীদ রফিক সড়ক, মানিকগঞ্জ।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, মুন্সীগঞ্জ জেলা কার্যালয়, মুন্সীগঞ্জ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, মুন্সীগঞ্জ।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, গাজীপুর জেলা কার্যালয়, ৬৭০, পশ্চিম জয়দেবপুর (বাসষ্ট্যান্ড সংলগ্ন), গাজীপুর।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয়, ১৪৭, নতুন বংগ বন্ধু রোড, নারায়ণগঞ্জ।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, রাজবাড়ী জেলা কার্যালয়, প্রধান সড়ক, সজ্জল কান্দা, রাজবাড়ী।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, নেত্রকোনা জেলা কার্যালয়, সদর রোড, নেত্রকোনা।

উপ পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, শেরপুর জেলা কার্যালয়, খরমপুর, শেরপুর।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, শরীয়তপুর জেলা কার্যালয়, সদর রোড, (অগ্রণী ব্যাংক সংলগ্ন), শরীয়তপুর।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, নরসিংদী জেলা কার্যালয়, কোর্ট রোড, নরসিংদী।

চট্টগ্রাম বিভাগ

পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়, মাদানী মঞ্জিল, ১২-১৩ নবাব সিরাজ দৌল্লা রোড, চট্টগ্রাম।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বান্দরবন জেলা কার্যালয়, পার্বত্য জেলা বান্দরবন।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, নোয়াখালী জেলা কার্যালয়, আইনজীবী সমিতি ভবন, মাইজদীকোর্ট, নোয়াখালী।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, কুমিল্লা জেলা কার্যালয়, চৌধুরী মার্কেট, মাদুরতলা ইসলামী কমপ্লেক্স, কুমিল্লা।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, রাংগামাটি জেলা কার্যালয়, কলেজ রোড, পার্বত্য জেলা রাংগামাটি।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, চাঁদপুর জেলা কার্যালয়, আক্তার নিবাস লেকের পাড় (স্টেডিয়াম রোড), চাঁদপুর।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বি বাড়িয়া জেলা কার্যালয়, বি. বাড়িয়া ।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, কক্সবাজার জেলা কার্যালয়, ফজল মার্কেট, কক্সবাজার।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ফেনী জেলা কার্যালয়, ট্যাংক রোড, ফেনী।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, খাগড়াছড়ি জেলা কার্যালয়, কোর্ট রোড, পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ি।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, লক্ষ্মীপুর জেলা কার্যালয়, আজিম শাহ মার্কেট, মেইন রোড, লক্ষ্মীপুর।

রাজশাহী বিভাগ

পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়, হেতেম খাঁ বড় মসজিদ, রাজশাহী।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, পাবনা জেলা কার্যালয়, মাদ্রাসা ভবন, আতাইকুলা রোড, পাবনা।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, রংপুর জেলা কার্যালয়, স্টেশন রোড, রংপুর।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বগুড়া জেলা কার্যালয়, করিম ইকেল লেন, সেইজ গাড়ী, বগুড়া।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, দিনাজপুর জেলা কার্যালয়, মুন্সীপাড়া রোড, দিনাজপুর।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, সিরাজগঞ্জ জেলা কার্যালয়, বড় বাজার রোড, সিরাজগঞ্জ।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলা কার্যালয়, কাঁঠাল বাগিচা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঠাকুরগাঁও, জেলা কার্যালয়, কালিবাড়ী রোড, তাতী পাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, জয়পুরহাট জেলা কার্যালয়, ছাত্তার মার্কেট, (৩য় তলা), চিনির কল রোড, জয়পুরহাট।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, নীলফামারী জেলা কার্যালয়, নতুন বাজার, নীলফামারী।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, নাটোর জেলা কার্যালয়, নবাব সিরাজদৌল্লা মার্কেট কাপুড়িয়া পট্টি নীচা বাজার, নাটোর।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, পঞ্চগড় জেলা কার্যালয়, জেলা প্রশাসক অফিসের নিকট, পঞ্চগড়।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, গাইবান্ধা জেলা কার্যালয়, জেলা পরিষদ ভবন, গাইবান্ধা ।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, নওগাঁ জেলা কার্যালয়, পুরাতন পোষ্ট অফিস রোড, নওগাঁ।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন লালমনির হাট জেলা কার্যালয়, লালমনির হাট।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, কুড়িগ্রাম জেলা কার্যালয়, রূপালী ব্যাংকের উপর তলা, কুড়িগ্রাম।

খুলনা বিভাগ

পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়, বায়তুল আমান, ২৫৪, খান জাহান আলী রোড, খুলনা।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, যশোর জেলা কার্যালয়, রেল রোড (চার খাম্বার মোড়), যশোর।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়, ১৩, জে, এন, মজুমদার লেন, কোর্ট পাড়া, কুষ্টিয়া।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, মেহেরপুর জেলা কার্যালয়, কোর্ট রোড, মেহেরপুর।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, নড়াইল জেলা কার্যালয়, শাহী মঞ্জিল, চৌরাস্তা, রতনগঞ্জ, নড়াইল।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, সাতক্ষীরা জেলা কার্যালয়, কাটিয়া বাজার, সাতক্ষীরা।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, মাগুড়া জেলা কার্যালয়, ভায়নার মোড়, মাগুরা।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাগেরহাট জেলা কার্যালয়, মাদ্রাসা রোড, বাগেরহাট।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, চুয়াডাংগা জেলা কার্যালয়, শহীদ আবুল কাসেম সড়ক, চুয়াডাংগা।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঝিনাইদহ জেলা কার্যালয়, পুরাতন ডি. সি. কোর্ট ভবন, ঝিনাইদহ।

বরিশাল বিভাগ

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বরিশাল জেলা কার্যালয়, ১১৪, সদর রোড (বিবির পুকুরের পশ্চিম পাড়), বরিশাল।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, পটুয়াখালী জেলা কার্যালয়, পুরাতন আদালত ভবন, পটুয়াখালী।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ভোলা জেলা কার্যালয়, নতুন বাজার, ভোলা।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, পিরোজপুর জেলা কার্যালয়,শামসুন্নেছা মুসলিম হল প্রধান সড়ক, পিরোজপুর।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বরগুনা জেলা কার্যালয়, সিরাত একাডেমী , থানা সড়ক, বরগুনা।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঝালকাঠি জেলা কার্যালয়, আল মদিনা ভবন, ঝালকাঠি।

সিলেট বিভাগ

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, সিলেট জেলা কার্যালয়, নয়া সড়ক, খাজাঞ্চীবাড়ী, সিলেট।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, হবিগঞ্জ জেলা কার্যালয়, বদিরুজ্জামান খান সড়ক রোড, হবিগঞ্জ।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, সুনামগঞ্জ জেলা কার্যালয়, টাউন জামে মসজিদ (বায়তুল ইসসাফ), সুনামগঞ্জ।

উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, মৌলভী বাজার জেলা কার্যালয়, হাজী সিদ্দিক ম্যানশন, সিলেট টাংক রোড, মৌলভী বাজার।

ইফাবা/৯৬-৯৭/১১৪৮/১/৫০,২৫০